পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 178 Friday, 30 May, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ১৭৮ সংখ্যা ✻ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, শুক্রবার, ৩০ মে ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

‘বাংলায় হচ্ছে চিৎকার, আর চাই না নির্মম সরকার’

ভোটের আগে ৫ সংকট দেখালেন মোদি!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ মেঃ পোশাকি নাম ছিল ‘পরিবর্তন সঙ্কল্প সভা’। ‘অপারেশন সিঁদুরে’র কথা উঠলেও আসলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাক দেওয়াই যে সভার মূল উদ্দেশ্য, তা কর্মসূচির নাম প্রকাশ্যে আসতেই স্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে কোন প্রসঙ্গ কতটা জুড়ে থাকবে, তা রাজ্য বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। ফলে শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ‘সিঁদুর’ প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেল। কিন্তু তার পরে সভার মেজাজ বদলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। আলিপুরদুয়ারে বৃহস্পতিবার মোট ৩২ মিনিট ভাষণ দিয়েছেন মোদি। তার মধ্যে ১৮ মিনিট ব্যয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শাসক তৃণমূলকে আক্রমণ করতে। ৮ মিনিট সময় নিয়েছেন ‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রসঙ্গে। তাঁর ভাষণের বাকি ৬ মিনিট বরাদ্দ থেকেছে সম্ভাষণ-সহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বার বার ‘নির্মম সরকার’ বলে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যা থেকে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে এখন তাঁর নজর পরের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। বস্তুত, ভাষণের শেষে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীদের কার্যত ভোটের ময়দানে নেমে পড়ার পরামর্শই দিয়ে গিয়েছেন মোদি। বলেছেন, ‘‘গণতন্ত্রের উপরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীদের আমি কোমর বেঁধে প্রস্তুত হতে বলছি।’’ বৃহস্পতিবার সকালে খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার বাগডোগরা থেকে সিকিমের উদ্দেশে রওনা হতে পারেনি। বাগডোগরা থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে সিকিমের কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। তার পরে আলিপুরদুয়ারে রওনা হয়ে হন। নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টা দুয়েক আগেই প্রধানমন্ত্রী পৌঁছে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে। ফলে তাঁর দুই কর্মসূচিই নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা আগে শুরু হয়। প্রথমে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার জন্য পাইপলাইনে রান্নার গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মোদি। তার পরে পৌঁছোন ‘পরিবর্তন সঙ্কল্প সভা’র মঞ্চে। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত ভাষণ দেন মোদির আগে। দু’জনেই সর্বাগ্রে ‘অপারেশন সিঁদুরে’র সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি দেন। তার পরে দু’জনেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণ তথা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলে সরব হন। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের ছাপিয়ে যান মোদি। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ এই মহূর্তে নানা সঙ্কটের ঘেরাটোপে।’’ এমন পাঁচটি ‘সঙ্কটের’ কথা উল্লেখ করেন তিনি। মোদির কথায়, ‘‘প্রথম সঙ্কট, সমাজে ছড়িয়ে পড়া হিংসা এবং অরাজকতা। দ্বিতীয় সঙ্কট, মা-বোনেদের নিরাপত্তার অভাব, তাঁদের উপরে অত্যাচার। তৃতীয় সঙ্কট, যুবকদের মধ্যে ঘোর নিরাশা, বেকারত্বের যন্ত্রণা। চতুর্থ সঙ্কট, ঘনঘোর দুর্নীতি এবং তার ফলে এখানকার প্রশাসনের উপরে জনতার বিশ্বাস একনাগাড়ে কমতে থাকা। পঞ্চম সঙ্কট, গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নিতে থাকা ক্ষমতাসীন স্বার্থপর রাজনৈতিক দল।’’ মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগ তোলেন মোদি। তৃণমূলের বিধায়ক, কাউন্সিলর, স্থানীয় নেতারা ওই অশান্তিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে তোপ দাগেন। মোদির কথায়, ‘‘মালদহ, মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে, তা এখানকার শাসকদলের নির্মমতার দৃষ্টান্ত! আমি বাংলার জনতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই ভাবে সরকার চলে? এই ভাবে সরকার চলবে?’’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলার মানুষের একমাত্র আশ্রয় এখন আদালত। সব বিষয়ে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।’’ এর পরেই মোদি স্লোগান বেঁধে দেন- ‘বাংলার চিৎকার, লাগবে না নির্মম সরকার’। চাকরিহারা শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না পেলেও তাঁর ভাষণে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ ফলাও করে উঠে এসেছে। মোদি বলেছেন, ‘‘দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের সবচেয়ে কুপ্রভাব যুবসমাজের উপরে পড়ে, গরিব আর মধ্যবিত্তের উপরে পড়ে। দুর্নীতির প্রভাব কী ভাবে পড়ে, তা আমরা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে দেখেছি।’’ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘‘হাজার হাজার শিক্ষককে শেষ করে দিয়েছে, তাঁদের পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে, তাঁদের সন্তানদের অসহায় করে দিয়েছে। এটা শুধু কয়েক হাজার শিক্ষকের ভবিষ্য নিয়ে খেলা নয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।’’ এর পরেই মোদির তোপ, ‘‘এত বড় পাপ তৃণমূলের নেতারা করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও নিজেদের ভুল মানতে রাজি নন। উল্টে দেশের বিচারব্যবস্থাকে দোষী বানাচ্ছেন।’’ দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে চা বাগান শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) নিয়ে অনিয়মের অভিযোগও তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘পিএফ নিয়ে যা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। গরিবের মেহনতের কামাইয়ের উপরে ডাকাতি করা হচ্ছে। তৃণমূলের সরকার দোষীদের বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।’’ তৃণমূল সরকারের ভুল নীতির কারণে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে এবং শ্রমিকেরা কাজ হারাচ্ছেন বলে মোদী বৃহস্পতিবার অভিযোগ তুলেছেন। একাধিক কেন্দ্রীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে দেওয়া হয়নি বলে আরও এক বার অভিযোগ করেছেন মোদি। তাঁর কথায়, ‘‘রাজনীতি নিজের জায়গায় রয়েছে। কিন্তু গরিব, দলিত, আদিবাসী এবং মহিলাদের সঙ্গে তৃণমূল কেন শত্রুতা করছে? এসসি, এসটি, গরিব এবং মহিলাদের জন্য সারা দেশে যে সব প্রকল্প চলছে, সেগুলোকে এখানে কার্যকরীই হতে দেয় না।’’ পশ্চিমবঙ্গে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প কার্যকরী না হওয়ায় এ রাজ্যের বাসিন্দাদের দিল্লি, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুতে গিয়ে নিখরচায় চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পেতে হয় বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। দেশের সত্তরোর্ধ্ব সব নাগরিককে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসাকেন্দ্র নিখরচায় দিচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ নাগরিকদের সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে বলে মোদির অভিযোগ। যে এলাকায় বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সভা হয়েছে, সেই আলিপুরদুয়ার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে আদিবাসী জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যাশিত ভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে মোদি ‘আদিবাসী তাস’ বার করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘২০২২ সালে এনডিএ যখন এক আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী করল, তখন সর্বাগ্রে বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল। বাংলার আদিবাসী সমাজের প্রতি তৃণমূলের কোনও সহানুভূতি নেই।’’ কয়েক দিন আগে নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগ পরিচালন পর্ষদের য়ে বৈঠক হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল শুধু রাজনীতিই করতে চায়। উন্নয়ন চায় না। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তৃণমূলের কাছে অগ্রাধিকার নয়।’’ তৃণমূলকে আক্রমণের পর্ব শেষ করে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পর্বে প্রবেশ করেন মোদি। বাংলার সঙ্গে ‘অপারেশন সিঁদুরে’র সম্পর্ক কতটা ‘ঘনিষ্ঠ’ তা বোঝানোর চেষ্টায় বলেন, ‘‘আজ যখন সিঁদুরখেলার এই মাটিতে এসেছি, তখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন ভূমিকার কথা উঠে আসা স্বাভাবিক।’’ মোদির কথায়, ‘‘আমাদের বোনেদের সিঁদুর ওরা মুছেছিল। আমাদের সেনা ওদের আমাদের সিঁদুরের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা সন্ত্রাসের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি, যা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারেনি।’’

শহরের ফুটপাত ‘দখল’ নিয়ে হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ কলকাতা শহরের ফুটপাতের অবস্থা দেখে কার্যত ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। আর এই ইস্যুতে ক্ষোভের মুখে পাল কলকাতা পুরসভা। ফুটপাত ‘দখল’ প্রসঙ্গে পুরসভাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে রাজ্যের উচ্চ আদালত। পরিস্থিতির বদল ঘটাতে কী ভাবনা, তা জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। হাঁটা যায় না, শুধুই দোকান! শহরের ফুটপাতের অবস্থা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ এমনই। ফুটপাত দখল নিয়ে কী করছে পুরসভা, সেটা জানতে চেয়েছেন বিচারপতি সেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা দেখতে চাই প্রধান বিচারপতির নির্দেশ কার্যকর হল কিনা।’’ পুরসভার উদ্দেশে বিচারপতি সেনের প্রশ্ন, ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যায় না। এদিকে মানুষ কর দেন। পুরসভার অনুমতি ছাড়া ফুটপাত দখল করে কীভাবে দোকান রয়েছে, তা উত্তর চেয়েছেন তিনি। এই প্রেক্ষিতে অবশ্য পুরসভার আইনজীবীর বক্তব্য, ফুটপাত দখল মুক্ত করতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা দরকার। আইনজীবীর সাফ কথা, পুরসভার কমিশনর

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারকে সদর দফতরের সামনের ফুটপাত দখল মুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এটা রাজ্যের দায়িত্ব কারণ আইন তাদের হাতে। ইতিমধ্যে জানা গেছে, নগরন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের বিশেষ সচিব, কলকাতা পুরসভার কমিশনর এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (হোম) বৈঠক করে ফুটপাতে বেআইনি দখল সরানোর সিদ্ধান্ত নেবেন। গত বছরই হকারদের ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল গড়িয়াহাট, চাঁদনি, গার্ডেনরিচ, শিয়ালদহর মতো এলাকার ফুটপাত। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সেই একই অবস্থা ফিরে এসেছে। পিচ রাস্তার ওপর হকারি করা যাবে না বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশকে। তবে এখনও যে হাল ফেরেনি তা আদালতের পর্যবেক্ষণেই স্পষ্ট। তাই এই ইস্যুতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সাহস থাকলে টিভি চ্যানেলে মুখোমুখি বসুন, ইট ইজ মাই ওপেন চ্যালেঞ্জ টু ইউ। মোদিকে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ দুর্নীতির প্রশ্নে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে বাংলার তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যার জবাবে এদিন বিকেলে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মোদিকে চ্যালেঞ্জ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, সাহস থাকলে টিভি চ্যানেলে মুখোমুখি বসুন, ইট ইজ মাই ওপেন চ্যালেঞ্জ টু ইউ। এদিনের বক্তৃতায় বাংলায় ৬ সঙ্কটের কথা ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, ‘‘তৃণমূল বাংলার জন্য বিরাট ধোঁকা, কেন্দ্রের ১৬টি বড় প্রকল্প আটকে রেখেছে। ওরা নিজেরাই চায় না যে বাংলার উন্নয়ন হোক। সেজন্য রাজ্যে বল্গাহীন দুর্নীতি চলছে।’’ যার জবাবে মমতা বলেন, ‘‘সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার তো বিজেপি করেছে।’’ উত্তরবঙ্গের সভা থেকে মোদি অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের জমানায় বাংলায় বেকারত্ব বেড়েছে। এর জবাবে মমতা বলেন, ‘‘মোদীর রাজত্বে যেখানে দেশে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়েছে সেখানে আমাদের রাজ্যে ৪০ শতাংশ কমেছে।’’ এর পরেই চ্যালঞ্জের সুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যদি আপনার এত ক্ষমতা থাকে, সাহস থাকে তাহলে টিভি ডিবেটে বসুন। একদিকে আপনি থাকবেন একদিকে আমি থাকব। আপনি টেলিপ্রম্পটার ব্যবহার করতে চাইলেও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু যে প্রশ্ন আসবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।’’ পাশাপাশি মমতা আরও প্রশ্ন ছুড়ে দেন মোদিকে। বলেন, ‘‘এত বছর ধরে রাজত্ব করছেন, দেশকে কী দিয়েছেন?’’ খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন মমতা নিজেই, ‘‘মোদিজির পলিসি হল ডিভাইড এন্ড রুল। আলিপুরদুয়ারের মানুষের ওপর যদি বিশ্বাস থাকত, তাহলে অসম থেকে লোক নিয়ে আসতে হত না। উত্তরবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, ওনার প্রতি মানুষের কোনও বিশ্বাস নেই।’’ কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন, ‘‘একসময় নিজেকে চা ওয়ালা বলতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার। আর এখন বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর ওইভাবে বেচা যায় না। লজ্জা করে না বলতে?’’ বাংলার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এদিন তৃণমূলকে বিঁধে মোদি বলেন, ‘‘এরা কত বড় নির্লজ্জ যে, দুর্নীতি করার পরেও দোষ স্বীকার করার পরিবর্তে কোর্টকেই দোষারোপ করে।’’ যার জবাবে মমতা বলেছেন, ‘‘আমরা কোর্টকে ইমপার্শিয়াল মনে করি, কিন্তু আপনি তো কোর্টকেও ইনস্ট্রাকশন দেন। এটা আপনার ভাষণ থেকেই প্রমাণিত।’’ এদিনের বক্তৃতায় বাংলায় ৬ সঙ্কটের কথা ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে অন্যতম হল, রাজ্যে বল্গাহীন দুর্নীতি চলছে। তার জবাব দিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বড় বড় কথা বলছেন, বিজেপির রাজ্যে কী অবস্থা? গুজরাতে বসে, মধ্যপ্রদেশে পাকিস্তানকে মদত করছে, সেই ঘটনা বেরিয়েছে। তা নিয়ে কী বলবেন? বাংলায় হলে কী করতেন?’’ এদিনের সভা থেকে যেমন পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাস ও অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ তোলেন মোদি, তেমনই তাঁকে মঞ্চে দেখে আরও এক কদম এগিয়ে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি আবার বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেমন অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, তেমনই বাংলাতেও অপারেশন হবে। মোদি-সুকান্তর এই আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে এদিন সব আগল ভেঙে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেক মহিলার সিঁদুরের প্রতি সম্মান রয়েছে। তাঁরা স্বামীদের থেকে সিঁদুর নেন। কিন্তু আপনি তো সবার স্বামী নন। আপনি কেন আগে আপনার স্ত্রীকে সিঁদুর দেন না?’’ মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পরক্ষণেই বলেন, ‘‘আমি দুঃখিত। এটা

আমার বলার কথা ছিল না। কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন মুখ খুলতে।’’ এদিন আলিপুরদুয়ারের সভায় দাঁড়িয়ে বাংলার সরকারকে ‘নির্মম’ বলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও মালদায় মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তার জবাব দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মালদা, মুর্শিদাবাদে হামলা করেছে বিজেপি। আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে।’’ আলিপুরদুয়ারের সভায় দাঁড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী একবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুখে আনেননি। কিন্তু সেই সভায় দাঁড়িয়ে সুকান্ত মজুমদার যা বলেছেন, সেটাকেই পাল্টা আঘাতের অস্ত্র করে নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বলেন, ‘‘মোদীজির মুখে এসব মানায় না। উনি রাজ্যে এসে বলছেন, বাংলায় অপারেশন সিঁদুর করবেন। তার মানে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে বাংলার মাটি বাংলার মহিলাদের মর্যাদা মিশিয়ে দিয়েছেন। এটা তিনি করতে পারেন? বাংলায় এসে বাংলার মানুষকে, বাংলার মাটিকে অপমান করছেন। বাংলার মহিলাদের অপমান করছেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তো সমস্ত বিরোধীরা মিলে গোটা দুনিয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। আর এখানে আপনি নিজের পাবলিসিটি করে বেড়াচ্ছেন। আগে বলুন পহেলগামের ওই চার জঙ্গি কোথায় গেল? তাদের ধরতে পারলেন?’’ এখানেই না থেমে, মমতার কড়া আক্রমণ, ‘‘আমেরিকা বললে এক মিনিটে চুপ করে যান, আর বড় বড় কথা বলেন? আমাদের এখানে নারী সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। আপনি কী করেছেন? যারা মহিলাদের সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করেছে আপনি তাদেরকে বিজয়ীর মতো ঘুরিয়েছেন। আমাদের এখানে যেমন নারীদের নিরাপত্তা আছে, সারা বিশ্বে কোথাও তেমন নেই।’’ মোদ আজ অভিযোগ করেছিলেন, বাঙালিরা বাংলার বাইরে গিয়ে কোথাও চিকিৎসা পান না। কারণ কেন্দ্রের আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা এ রাজ্যে নিতে দেওয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে মমতার কটাক্ষ, ‘‘আপনি আয়ুষ্মান হোন। ঈশ্বর আপনাকে ১৭৫ বছর বাঁচিয়ে রাখুন, আমরা খুশি হব। কিন্তু আমরা আয়ুস্মান ভারত করছি না। কারণ এখানে সাধারণ মানুষকে কোনও টাকা দিতে হয় না। আয়ুস্মান ভারত করতে গেলে তো রাজ্যকে ৪০ শতাংশ টাকা দিতে হতো।’’ মুখ্যমন্ত্রী আজ দৃশ্যতই কড়া মেজাজে ছিলেন। রীতিমতো চালিয়ে খেললেন মোদীর বিরুদ্ধে। তিনি বলতে থাকেন, ‘‘কেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের প্ল্যানিং কমিশন সরিয়ে দিলেন? কেন গান্ধীজির নাম সরিয়ে দিলেন? আম্বেদকরের নাম, আজাদের নাম ভুলে গিয়েছেন। নীতি আয়োগের বৈঠকের কথা বলছেন? আমি যখন শেষবার নীতি আয়োগের বৈঠকে গিয়েছিলাম, সেদিন কেন আমার বক্তব্য মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল? সবার জন্য ১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ ছিল। কিন্তু আমি বলার সময় মাত্র চার মিনিটের মধ্যে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা রাজ্য সরকারকে অপমান নয়? এটা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান নয়? তাহলে কেন যাব আমি সেই মিটিংয়ে? শুধু আমি নয় কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীও তো যাননি, কই সেটা তো বললেন না। আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিদেশে ঘুরে বেড়ান আর অ্যাক্টিং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আর এক জনকে বানিয়ে রেখেছেন, যে কোনও কিছু মানে না। কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আপনি মানেন না।’’ শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উনি সিঁদুর বেঁচে বেড়াচ্ছেন। মহিলাদের সম্মান করতে শিখুন। সিঁদুর খেলা আমাদের রাজ্যে হয় দুর্গাপুজোর দশমীর সময়। যতদিন আমাদের দল থাকবে ততদিন আমরা দেশের জন্য কাজ করে যাব। দেশ কারও একার নয়। দেশ আমাদের সবার।’’

দুর্নীতিতে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নগ্ন, আজ খালি গায়ে মিছিল করবেন চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, স্কুল সার্ভিস কমিশন, পর্ষদের দুর্নীতি রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা তথা ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের নগ্ন করে দিয়েছে। আর তারই প্রতিবাদে শুক্রবার ‘অর্ধনগ্ন মিছিল’ করতে চলেছেন চাকরিহারারা। আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের তরফে চিন্ময় মণ্ডল বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। চিন্ময় জানান, ‘‘আমাদের সহযোদ্ধা প্রবীণ কর্মকারের দু’টি কিডনিতেই সমস্যা ছিল। চাকরি হারিয়ে চিকিৎসা কীভাবে করাবেন, সেই চিন্তায় জর্জরিত ছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এর দায় কার? যে রাজ্য সরকার, কমিশন, পর্ষদের দুর্নীতির জন্য আজ শিক্ষাব্যবস্থা নগ্ন হয়ে গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শুক্রবার সকলে আমরা অর্ধনগ্ন মিছিল করব।’’ অন্যদিকে এদিন সকালেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন চত্বরে উপস্থিত হন ছ’জন চাকরিহারা শিক্ষিকা। ইচ্ছে ছিল ‘দিদির’ কাছে প্রশ্ন করবেন, ১০ বছর সসম্মানে চাকরি করার পর দ্বিতীয় বার কী ভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা দেবেন? যদিও উত্তর তো দূর, তাঁদের কাছে দেখা করার বৈধ অনুমতিপত্র না-থাকায় আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কালীঘাট থানায়। বস্তুত, মঙ্গলবার চাকরিহারাদের

উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পরীক্ষা দেব না, সেটা এখনই বলা উচিত নয়। তা হলে চাকরিটাই থাকবে না। সরকার দু’টি পথ রেখেছে। দুটোই যেন কাজে লাগান চাকরিহারারা। রিভিউ করে বিচার না-পেলে চাকরি ফিরে পাওয়ার সুযোগ টুকুও যে থাকবে না সেটা মনে করিয়ে দিয়ে ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, পরীক্ষায় বসুন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। অন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকারা আছেন যাঁরা অসুস্থ, অন্তঃসত্ত্বা, তাঁরা নতুন করে কী করে পরীক্ষায় বসবেন? আর পরীক্ষার কথা শুধু যোগ্যদেরই কেন বলা হচ্ছে, কেন মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইন্ডোর থেকে প্রথমে বরাভয় দিলেও এখন অযোগ্যদের অন্য দফতরে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলছেন? এহেন যাবতীয় বিষয় নিয়েই শুক্রে অর্ধনগ্ন মিছিল করতে চলেছেন চাকরিহারারা।

উত্তরবঙ্গে ঢুকল বর্ষা, নিম্নচাপের বৃষ্টি দক্ষিণে, দুর্যোগ হলে প্রস্তুত প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ আরব সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ফলে ক’দিন আগেই বানভাসি হয়েছে দিল্লি, মুম্বই। এখনও বাণিজ্যনগরীর কিছু জায়গায় প্রায় এক কোমর জল। বঙ্গোপসাগরেও নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় আগামী ৪৮ ঘণ্টা বাংলায় ঝ।-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার জন্য যে সরকার সবরকম ভাবে প্রস্তুত, সেই কথাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগেই এ ব্যাপারে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছেন। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকেও জানানো আছে, কোনও রকম সমস্যা হলে তাঁরা কাজে লেগে পড়বেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এও নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, দরকার পড়লে লো ল্যান্ড থেকে লোক তুলে রিলিফ সেন্টার তৈরি করে সেখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ২৪ ঘণ্টা, সাতদিন ব্লক, জেলা থেকে নবান্ন পর্যন্ত কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যেহেতু দুর্যোগের একটা পরিস্থিতির আভাস রয়েছে, তাই পর্যটকরা, মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে না নামাই ভাল। এ ব্যাপারে নির্দেশিকাও জারি করেছে রাজ্য। তারপরও যদি কোনও দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার জন্য যে ডিএম, এসপিরা তৈরি আছেন সেই কথাও জানিয়ে দেন মমতা। বস্তুত, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে গড়ে ওঠা গভীর নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং ও বাংলাদেশের মোংলার মাঝামাঝি রায়দীঘির কাছে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, স্থলভাগে প্রবেশের পর আজ রাতের মধ্যে এটি শক্তি হারিয়ে আবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত

হবে। নিম্নচাপটি বাংলাদেশের দিকে সরে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উপকূলবর্তী এলাকা এবং বাংলাদেশের সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এসব জায়গায় দমকা ঝড়ো হাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। আজ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে কয়েকটি স্থানে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৪ পরগনার কিছু জায়গায় ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানেও ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং সহ অন্যান্য জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ অঞ্চলে ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে এবং ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই দিনে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সময়ের আগে উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকেছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টির কারণ নিম্নচাপ। সেখানে কবে বর্ষা ঢুকবে তা এখনও নিশ্চিত নয়।

দুরন্ত বার্তা

তেনজিং নোরগের সাহস বিশ্বজুড়ে অভিযাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে ঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৯ মে ঃ কিংবদন্তি পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে শেরপাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তেনজিং নোরগের সাহস বিশ্বজুড়ে অভিযাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এদিন সকালে লিখেছেন, কিংবদন্তি পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে শেরপাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, যার ১১১-তম জন্মবার্ষিকী বৃহস্পতিবার পালিত হচ্ছে। তাঁর সাহস বিশ্বজুড়ে অভিযাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে।মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ৭২-তম এভারেস্ট দিবসও পালিত হচ্ছে, যা তার এবং স্যার এডমন্ড হিলারির ঐতিহাসিক প্রথম সফল এভারেস্ট আরোহণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আসুন আমরা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্পর্শকারী দৃঢ় সংকল্পের চেতনাকে স্মরণ করি।

চন্দননগরে একই পরিবারের ৩ সদস্যের রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

চন্দননগর, ২৯ মে ঃট্যাংরা ও কসবা কাণ্ডের ছায়া এ বার হুগলি জেলার চন্দননগরে। একই পরিবারের ৩ সদস্যের রহস্যমৃত্যুতে শোরগোল ছড়িয়েছে। মৃতদের নাম বাবলু ঘোষ (৬২), প্রতিমা ঘোষ (৪৬) এবং পৌষালি ঘোষ (১৩)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে কলুপুকুর গরেরধার এলাকায় নিজেদের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় এই তিন জনের দেহ।প্রতিবেশীরা খবর দেয় চন্দননগর থানায়। পুলিশ রাত দু'টোর পরে মৃতদের দেহ উদ্ধার করে এবং চন্দননগর হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যেই দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানান।

নদী বাঁধে ধস, বৃষ্টির মধ্যেই আতঙ্কে গঙ্গাসাগরের বাসিন্দারা

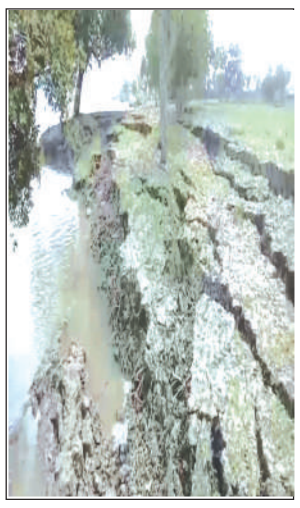

গঙ্গাসাগর, ২৯ মে ঃ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টির ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের একাধিক নদী বাঁধ বিপজ্জনকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র ও নদী এখন উত্তাল। এর ফলেই গঙ্গাসাগরের বেগুয়াখালি ও মহিষামারি এলাকায় নদী বাঁধের একাংশ ভেঙে প্রায় ১০০ মিটার জুড়ে ধস নেমেছে। ধসের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বঙ্গোপসাগরে আরও শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের। এই মুহূর্তে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ওড়িশা উপকূল বরাবর সমুদ্র পৃষ্ঠে সমান্তরাল ভাবে দিঘা উপকূলের দিকে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এগোচ্ছে। যার জেরে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমনকী উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ধসও নামতে পারে।

ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃপ্রধানমন্ত্রী

বাগডোগরা, ২৯ মেঃ ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমি বলেছিলাম 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চেতনায়, গত দশকে আমাদের সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। আমরা 'অ্যাক্ট ফাস্ট'-এর চিন্তাভাবনা নিয়ে 'অ্যাক্ট ইস্ট'-এর সমাধানে কাজ করছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা থেকে ভার্চুয়ালি সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং ও সিকিমের রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর সিকিমের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ একটি বিশেষ দিন - যেহেতু আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসেবে সিকিমের যাত্রার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। আমি সত্যিই এই ঐতিহাসিক যাত্রার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের অংশ হতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, আবহাওয়ার কারণে, আমি আপনাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ৫০ বছর আগে সিকিম নিজের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্য বেছে নিয়েছিল। সিকিমের মানুষ ভূগোলের পাশাপাশি ভারতের আত্মার সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একটা বিশ্বাস ছিল, যখন সকলের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে এবং সকলের অধিকার সুরক্ষিত হবে, তখন উন্নয়নের সমান সুযোগ পাওয়া যাবে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সিকিম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল নতুন ভারতের উন্নয়নের গল্পে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠছে। যেখানে একসময় দিল্লি থেকে দূরত্ব উন্নয়নের পথে প্রাচীর ছিল, এখন সেখান থেকে উন্নয়নের নতুন দরজা খুলে যাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন। আপনারা সকলেই নিজের চোখে এই পরিবর্তনগুলি ঘটতে দেখেছেন। একটা সময় ছিল যখন চাকরি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার জন্য ভ্রমণ করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু গত দশকে সেই চিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। শুধুমাত্র সিকিমেই প্রায় ৪০০ কিলোমিটার নতুন জাতীয় মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি নতুন রাস্তা নির্মিত হয়েছে। অটল সেতুর মাধ্যমে সিকিম এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখানে প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা, হ্রদ, জলপ্রপাত এবং শান্তির ছায়ায় .অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব সিকিমের ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। এখন যখন এখানে একটি নতুন স্কাইওয়াক নির্মিত হচ্ছে, তখন সুবর্ণ জয়ন্তী প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে, অটলজির মূর্তি উন্মোচন করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্প সিকিমের নতুন উড়ানের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সিকিমের আপনারা সবাই পর্যটনের শক্তি জানেন এবং বোঝেন। পর্যটন কেবল বিনোদন নয়, এটি বৈচিত্র্যের উদযাপনও। কিন্তু পহেলগামে সন্ত্রাসীরা যা করেছে। এটি কেবল ভারতীযদের উপর আক্রমণ ছিল না। এটি মানবতার আত্মার উপর আক্রমণ ছিল, ভ্রাতৃত্বের চেতনার উপর আক্রমণ ছিল। সন্ত্রাসীরা আমাদের অনেক পরিবারের সুখ কেড়ে নিয়েছে। তারা আমাদের ভারতীয়দের বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। কিন্তু এখন গোটা বিশ্ব দেখছে, ভারত আগের চেয়েও বেশি ঐক্যবদ্ধ। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছি।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ভার্চুয়ালি সিকিমে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে রয়েছে নামচি জেলায় ৭৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন জেলা হাসপাতাল, গিয়ালশিং জেলার পেলিং-এর সাঙ্গাচোলিং-এ যাত্রীবাহী রোপওয়ে এবং গ্যাংটক জেলার সাঙ্গাখোলায় অটল অমৃত উদ্যানে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তি। অন্যদিকে পর্যটন কেবল বিনোদনের বিষয় নয়, বরং বৈচিত্র্যের উদযাপনও। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, কিন্তু পহেলগামে সন্ত্রাসীরা যা করেছে তা কেবল ভারতের উপর আক্রমণ নয়, বরং মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর আক্রমণ। সন্ত্রাসীরা ভারতের অনেক পরিবারের সুখ কেড়ে নিয়েছে। তারা ভারতকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রও করেছে। কিন্তু পুরো বিশ্ব দেখছে ভারত আগের চেয়েও বেশি ঐক্যবদ্ধ। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসীদের অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে উপযুক্ত জবাব দিয়েছি। তাদের সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করার পর, ক্রোধে পাকিস্তান আমাদের বেসামরিক নাগরিক এবং সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। এটি পাকিস্তানকে উন্মোচিত করেছে। তাদের অনেক বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে আমরা তাদের দেখিয়েছি যে ভারত কতটা নির্ভুল এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে।বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা থেকে ভার্চুয়ালি সিকিমের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিকশিত ভারতের লক্ষ্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিকশিত ভারত চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের উপর গঠিত হবেঃদরিদ্র, কৃষক, মহিলা এবং যুবসমাজ। আজকের এই উপলক্ষে, আমি খোলা মনে সিকিমের কৃষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। দেশ এখন যে নতুন কৃষির দিকে এগিয়ে চলেছে, তার মধ্যে সিকিম অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সিকিমের অর্গানিক বাস্কেট প্রচারের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার সিকিমে দেশের প্রথম জৈব মস্য ক্লাস্টার তৈরি করছে। এটি সিকিমের যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন সময় এসেছে সিকিমকে কেবল একটি পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবে নয়, বরং একটি বৈশ্বিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দেখার। সিকিম একটি সম্পূর্ণ পর্যটন প্যাকেজ, যা অ্যাডভেঞ্চার এবং ক্রীড়া পর্যটনের জন্য অপার সম্ভাবনা প্রদান করে। ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনীতির দেশ এবং আগামী বছরগুলিতে আমরা একটি ক্রীড়া পরাশক্তি হতে যাচ্ছি। সিকিমের যুবসমাজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ভূমি ইতিমধ্যেই আমাদের বাইচুং ভুটিয়া, অলিম্পিয়ান তরুণদীপ রাই এবং জসলাল প্রধানের মতো কিংবদন্তি উপহার দিয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন ও কৃষকদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বিপ্লবী প্রমাণিত হচ্ছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১১ বছরে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষকদের উন্নযনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি বিপ্লবী প্রমাণিত হচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এবং অন্যান্য নেতারা বৃহস্পতিবার সকালে লখনউতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং-এর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। চৌধুরী চরণ সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, উত্তর প্রদেশে ভূমি সংস্কার, গ্রামোন্নয়ন ও প্রশাসনের স্বচ্ছতার জন্য চৌধুরী চরণ সিং যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা এখনও আমাদের গ্রামে শোনা এবং দেখা যায়। রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে আমি তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, এই উপলক্ষে আমি রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে ভারত মাতার এই মহান পুত্রকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। চৌধুরী সাহেব সমগ্র ভারত জুড়ে কৃষকদের মশীহ হিসেবে পরিচিত, ভূমি সংস্কার, সিলিং আইন বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ উন্নযনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার জন্য। উত্তরপ্রদেশের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, রাজ্যের জনগণ দীর্ঘ সময় ধরে চৌধুরী সাহেবের নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

আরও ভাল কাজ করার আছে, কংগ্রেসের একাংশের সমালোচনায় খোঁচা শশীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ দলেরই একাংশের সমালোচনার জবাব দিলেন শশী থারুর। কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের লাগাতার আক্রমণের জবাবে শশীর খোঁচা, 'আমার অনেক ভালো কাজ রয়েছে।' পানামায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের কর্মসূচি শেষের পর এক্স হ্যান্ডলে থারুর লেখেন, ' জবাব দেওয়ার জন্য আমার কাছে আসলে সময় নেই। তবে নিযন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতীয় সেনার বীরত্ব সম্পর্কে আমার বক্তব্যের যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁদের উদ্দেশে বলি, আমি শুধু জঙ্গি হামলার প্রতিশোধের কথা বলেছি। অন্য কোনও যুদ্ধের ব্যাপারে নয়।'বৃহস্পতিবার শশী বলেন, 'সমালোচকের আমার কথা বিকৃত করতেই পারেন। তবে আমার সত্যি আরও ভাল কাজ করার আছে।'' তিনি স্পষ্ট করে দেন, শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের হামলার প্রতিশোধের কথা বলেছিলেন তিনি। পূর্ববর্তী যুদ্ধে ভারতের অবস্থানের সঙ্গে এটাকে এক করে দেখার কথা নয়।

বিজেপি দিল্লির মানুষের জীবনকে নরকে পরিণত করেছেঃঅতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ দিল্লির রেখা গুপ্তা সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মারলেনা। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি দিল্লির মানুষের জীবনকে নরকে পরিণত করেছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, বিজেপি দিল্লির মানুষের জীবনকে নরকে পরিণত করেছে। উন্নতি করা অথবা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ভুলে গিয়ে, বিজেপি তাদের ১০০ দিনের মেয়াদের মধ্যেই গত ১০ বছর ধরে দিল্লিতে চলমান নীতিগুলি বাতিল করে দিয়েছে।অতিশী আরও বলেছেন, এখন এএপি তাঁদের সরকারের প্রথম ১০০ দিনের ব্যর্থতার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করছে। দিল্লির বিজেপি সরকার প্রতিটি দিক থেকে ব্যর্থ। আমরা এই রিপোর্ট কার্ডটি দিল্লির প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেব। দিল্লির মানুষ এখন অনুভব করছে, তারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে ভুল করেছে।

পুরীতে জগন্নাথ দেবের দর্শন শিবরাজের, যোগ দিলেন তিরঙ্গা যাত্রায়

পুরী, ২৯ মে ঃ ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের দর্শন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। জগন্নাথ দেবের পূজার্চনার পর পুরীতে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে জগন্নাথ দেবের দর্শনের পর কেন্দ্রীয়. কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ভগবান জগন্নাথের প্রসাদ দূর-দূরান্তে আশীর্বাদ ছড়িয়ে দেয়। ভগবান জগন্নাথের কৃপায় সম্পদ ও শস্যের কোনও অভাব যেন না হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এটি নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। আজ জগন্নাথধাম পুরীতে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষি ও কৃষক কল্যাণের নীতির কারণে, দেশের খাদ্য মজুদ প্রচুর।পরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিং দেও পুরীতে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিবাদন জানিয়ে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা উপলক্ষ্যে একটি চারাগাছ রোপণ করেন শিবরাজ এবং ওড়িশা কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালযে .একটি সম্মেলন হল উদ্বোধন করেন।শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, দেশের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক দিন, কারণ বিজ্ঞানীরা নিজেদের ল্যাব ছেড়ে কৃষকদের কাছে যাচ্ছেন, নতুন গবেষণা এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। জ্ঞান ল্যাবে থাকবে না বরং মাটিতে প্রয়োগ করা হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য কৃষক, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক, রাজ্য বিভাগ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একসাথে কাজ করছে। গতকাল কেন্দ্র এবং মন্ত্রিসভা কৃষকদের স্বার্থে পরিবর্তিত সুদ সহায়তা প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়েছে।

চৌধুরী সাহেবের সমগ্র জীবন কৃষক ও গ্রামের জন্য নিবেদিত ছিল ঃউপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির কিষাণ ঘাটে তাঁর সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, চৌধুরী সাহেবের সমগ্র জীবন কৃষক ও গ্রামের জন্য নিবেদিত ছিল। তিনি স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতেও কৃষকদের জন্য কাজ করেছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত কৃষকদের মালিকানা প্রদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, এখন যখন আমরা বিকশিত ভারত সম্পর্কে কথা বলি, তখন আমাদের অর্থনীতির অবস্থান কী তা বোঝানো উচিত নয়। বিকশিত ভারতকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং এটিকে বাস্তবে রূপ দিতে, প্রত্যেকের আয় ৮ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষকদের দূরদর্শী হতে হবে। এখন আমাদের কৃষকরা কেবল উপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবে আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, কৃষি অথবা পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় ব্যবসায় জড়িত হওয়ার এখনই সময়।

নির্ধারিত সময় শেষ, ট্রাম্প প্রশাসন থেকে অব্যাহতি নিয়ে মন্তব্য মাস্কের

ওয়াশিংটন, ২৯ মে ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন থেকে অব্যাহতি নিলেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। আমেরিকার সেই ধনকুবের ইলন মাস্ক বুধবার ট্রাম্প প্রশাসন থেকে বিদায় নিয়েছেন। স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এলন মাস্ক 'এক্স'-এ পোস্ট করেছেন, একজন বিশেষ সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপচয় কমানোর সুযোগের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিওজিই মিশন আরও শক্তিশালী হবে, কারণ এটি সরকারের জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠবে।ট্রাম্প প্রশাসন থেকে মাস্কের বেরিয়ে আসার খবর নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউসও। কিন্তু মাস্কের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের সঙ্গে প্রশাসনিক নানা বিষয়ে মতান্তরের জেরেই মাস্কের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। মাস্কের ঘনিষ্ঠ মহলের একাংশের দাবি, এ বার পুরোপুরি নিজের ব্যবসাতেই মনোনিবেশ করতে চাইছেন টেসলা এবং এক্স-এর কর্ণধার।

কাশ্মীরের শোপিয়ান থেকে ধৃত দুই লস্কর জঙ্গি, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

শ্রীনগর, ২৯ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলা থেকে দুই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে গ্রেফতার করলো সুরক্ষা বাহিনী। বুধবার শোপিয়ানের বাসকুচান এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে ইরফান বশির ও উজাইর সালাম নামে দুই লস্কর হাইব্রিড সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে শোপিয়ান পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃত দুই জঙ্গির কাছ থেকে দু'টি একে-৫৬ রাইফেল, ৪টি ম্যাগাজিন, ১০২ রাউন্ড (৭.৬২খ৩৯এমএম), দু'টি হ্যান্ড গ্রেনেড, দু'টি পাউচ ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

কোচবিহার কলেজে আগুন-আতঙ্ক! ক্ষতিগ্রস্ত ভুগোলের ল্যাব

কোচবিহার, ২৯ মে ঃ কোচবিহার কলেজের দোতলার একটি ঘরে অগ্নিকাণ্ড। বুধবার রাতে ওই ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকল এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজকুমার দেবনাথ বলেন, কলেজের দোতলায় ভূগোল বিভাগের স্টাফ রুমে এই আগুন লাগে। পাড়ার লোকেরাই আমাকে ফোন করেন। দমকল আসে, আমাদের ইলেক্ট্রিশিয়ানও পৌঁছেছেন। আপাতত আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কী থেকে আগুন লাগলো তা এখনই বলা সম্ভব নয়।বুধবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ কলেজের দোতলার একটি ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনেন দমকলকর্মীরা। কলেজের ভুগোলের ল্যাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ল্যাবটি।

প্রতিকূল আবহাওয়া সিকিমে, গ্যাংটকে যেতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে যেতে পারছেন না। বাগডোগরা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাহাড়ি রাজ্য সিকিম এখন ভারতভুক্তির ৫০ বছর উদযাপন করছে। প্রধানমন্ত্রীর সিকিম সফর তারই অঙ্গ ছিল। গ্যাংটকে পৌঁছে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর।কিন্তু, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমের ৫০-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গ্যাংটকে যেতে পারছেন না। পরিবর্তে তিনি বাগডোগরা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিকিমের জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

দিল্লিতে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃ রাজধানী দিল্লিতে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দু'জন। এছাড়াও আহত হয়েছেন ৩ জন। বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির জনকপুরীর পাঙ্খা রোডে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, জনকপুরীর পাঙ্খা রোডে বৃহস্পতিবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ একটি গাড়ির ধাক্কায় দু'জন মারা গিয়েছেন এবং ৩ জন আহত হয়েছেন।পুলিশ আরও জানিয়েছে, গাড়িটি প্রথমে একজন সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য উৎসাহ এবং শক্তিতে ভরপুর হবে। আপনার ভেতরের আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে অনুপ্রাণিত করবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি অসুবিধা কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে।

বৃষঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিশেষ জাত আছে এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তৈরী থাকবেন। বাচ্চাদের নিজেদের প।।শোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। একটি আনন্দের সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা আপনার শক্তি এবং আবেগকে আবার নতুন করে তুলবে।।

মিথুনঃআজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার সামাজিক এবং পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।।

কর্কটঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সহায়তা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। আপনার বন্ধুদেরও আপনার উদারতার সুযোগ নিতে দেবেন না।

সিংহঃ এটি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের দিন। আপনার সৃজনশীলতা শীর্ষে থাকবে এবং আপনি আপনার ধারণাগুলি কার্যকর ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।।

কন্যাঃমনোযোগী হোন কারণ কেউ আপনাকে বলির পাঁঠা করতে পারে। চাপ এবং উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন।।

তুলাঃ ছোট ছোট বিষয়গুলি আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। প্রেমের জন্য স্নেহ এবং বোঝাপড়া প্রয়োজন, তাই একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।

ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং উসাহের ইঙ্গিতবাহী। আপনার স্বাভাবিক কৌতূহল এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রতিটি কাজে সফল হতে সাহায্য করবে।

মকরঃ আজকে আপনি খুবই চনমনে থাকবেন। প্রবল উদ্দীপনা থাকায় আপনি অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এবং চারদিকে আপনার উৎসাহ ছড়িয়ে দেবেন। ।

কুম্ভঃ বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগে করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন।

মীনঃ আজকের দিনটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। আপনার আবেগের দিকটি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করুন, এটি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে সাহায্য করবে বলে জানান।

আবহাওয়া

ওড়িশা উপকূলের কাছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপটি উত্তরে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে। গতকালই তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বুধবার থেকেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলা গুলিতে দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে। বইছে ঝোড়ো হাওয়াও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উপকূলবর্তী জেলাগুলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবহাওয়া দফতর কমলা সতর্কতা জারি করেছে।অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। নিম্নচাপের জেরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। আতঙ্কে রয়েছে সুন্দরবনের বাসিন্দারা। দিঘা ও মন্দারমণি-সহ উপকূলে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। উত্তাল হয়ে উঠছে দীঘার সমুদ্রও। জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

সোনারপুরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার দুই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ২৯ মে ঃ এবার চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে সোনারপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল দুই ব্যক্তি। ধৃতরা হল, সৌরভ দে, বাড়ি সোনারপুর এলাকায়, এবং রাজা চ্যাটার্জি,বাড়ি টালিগঞ্জ এলাকায়। অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে একাধিক মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে এই দুই অভিযুক্ত। প্রতারিতদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে সোনারপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই দুইজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও কেউ এই চক্রে জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতরা নিজেদের প্রভাবশালী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করতো এবং স্বাস্থ্য দপ্তর বা নামী হাসপাতালের তথাকথিত নিয়োগপত্র ও দেখাত বলে অভিযোগ। প্রতারণার কৌশল হিসেবে তারা চাকরি প্রার্থীদের ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে নিত এবং পরে চাকরি না হলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে এমন আশ্বাস দিত। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর আর যোগাযোগ রাখতো না। বেশ কিছুদিন ধরে এই প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছিল তাঁরা বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ ইতিমধ্যেই কয়েকজন অভিযোগ কারীর সঙ্গে কথা বলেছে। এদের মাধ্যমে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এছাড়া ধৃতদের মোবাইল, ল্যাপটপ ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে চক্রটির পর্দাফাঁস করার চেষ্টায় রয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

চম্পাহাটিতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ২৯ মেঃ ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার ক্যানিং শাখার চম্পাহাটি স্টেশনের কাছে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির। আর এই ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে চম্পাহাটি স্টেশনের অদূরে রেল লাইনের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। তবে বারুইপুর হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক অনুমান, কোনও ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আশেপাশের থানাগুলির সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চম্পাহাটি স্টেশনের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং রেল কর্তৃপক্ষের সাথেও যোগাযোগ রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সভায় যাওয়ার আগেই কোচবিহার জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের ছবি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৯ মেঃ বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের প্রধানমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি কোচবিহার জেলা জুড়ে। ২০০০ এরও বেশি বেসরকারি গাড়িগুলি নেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সভায় কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বুধবার সকালে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সভায় যাবার আগেই ব্যাপক সন্ত্রাসের ছবি ধরা পড়ল। দিনহাটার পুটিমারি, শীতলা বাড়ি, বুড়িরহাট মদনমোহন বাড়ি বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। দিনহাটার শিমুলতলা এলাকায় বিজেপি কর্মীরা যখন বাসে করে যাচ্ছিলেন সেই সময় বাস আটকে ভাঙচুর মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অপরদিকে কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত পানিশালা এলাকায় বাস ভাঙচুর মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভার থেকে যখন কর্মী সমর্থকের আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাচ্ছিলেন সেই সময় শীতলকুচির কদম তলায় এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক মারধরের অভিযোগ। এই ঘটনায় তিনজন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা শেষ করে মহকুমা হাসপাতালে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে যান শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। অপরদিকে দিনহাটার বেশ কিছু বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হওয়ার পর তারা যখন দিনহাটার বিজেপি নেতা অজয় রায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন সেই সময় অজয় রায়ের বাড়ির সামনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়ো হয় এবং এলোপাথাড়ি ঢিল ছুড়তে থাকে বলে অভিযোগ এই ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন।

পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জনসভায় যাওয়ার জন্য বিজেপি কর্মীদের গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন - দেশের প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাওয়ার জন্য জেলা জুড়ে আমাদের কর্মী সমর্থকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হয়। এর নেপথ্যে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। তিনি বলেন মূলত সিতাই দিনহাটা এবং শীতল কুচি এলাকায় আমাদের কর্মী সমর্থকদের মারধর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরো জানান প্রায় কুড়ি জনের মতো বিজেপি কর্মী সমর্থক আহত রয়েছেন যার মধ্যে তিনজন এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে বলেন প্রায় দশটিরও বেশি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

অভিজিৎ বাবু বলেন - আসলে তৃণমূল ভয় পেয়েছে কারণ সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচন তাদের দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এক হয়েছে সে কারণেই ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এতে কোন লাভ হবে না সময়মতো উত্তর দেবে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। অভিজিৎ বাবু বলেন আমরা খুব দ্রুত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি। যদিও পুলিশ প্রশাসনের উপর কোন আস্থা নেই বলেই জানান তিনি। তিনি বলেন বিভিন্ন স্থানে যে সন্ত্রাস হয়েছে তা পুলিশের সামনেই অথচ পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। গিরিন বাবু বলেন - সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর বিজেপি যদি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে থানায় তালে আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশ প্রশাসন অবশ্যই নেবে তবে এই সমস্ত ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোন যোগ নেই। যখনই যেকোনো রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ সামনে আসে বিরোধীদের তখনই বারবার এই ধরনের সন্ত্রাসের ছবি ফুটে ওঠে কোচবিহার জেলা জুড়ে। প্রশ্ন উঠছে কেন বিরোধী দলের কর্মযজ্ঞে এই ধরনের সন্ত্রাস ? এখনো বিধানসভা নির্বাচনের বাকি রয়েছে এক বছর তার আগে থেকেই আবার কি তাহলে নতুন করে সন্ত্রাসের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে কোচবিহার জুড়ে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এ তো শুধু শুরু এখনো বাকি রয়েছে অনেক ? তবে যেভাবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বাড়তে শুরু করেছে জেলা জুড়ে তাতে রীতিমতো চিন্তার ভাগ সাধারণ মানুষের মধ্যে।

গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করে দুই দুষ্কৃতিকে ধরলো হাওড়া গোয়েন্দা পুলিশের দল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ হাওড়ার রামরাজাতলা স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। জানা গেছে, বুধবার রাতে একটি লরিকে ধাওয়া করে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা রামরাজাতলা স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে গাড়িটি পাকড়াও করেন এবং দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেন। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের অনুমান, ডাকাতি করে গাড়িতে করে মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একজন দুষ্কৃতী রামরাজাতলা স্টেশন রোড সংলগ্ন পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। দুজনকে ধরা গেলেও বাকিদের খোঁজ চলছে। এদিন রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় অপরাধীদের পিছনে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করেন গোয়েন্দা পুলিশ। একটি লরিতে করে পালাচ্ছিল দুস্কৃতিরা। তৎপরতার সাথে দুজনকে ধরে ফেলেন গোয়েন্দারা। বাকিরা পলাতক। এক দুস্কৃতী স্টেশন রোড সংলগ্ন ঝিলে ঝাঁপ দেয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাকি দুস্কৃতিদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রাতের ওই ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় ক্লাবের এক সদস্য বলেন, আমরা ক্লাবের সামনেই ছিলাম। দেখলাম একটা লরি যাচ্ছে। তার পিছনে পুলিশ ধাওয়া করছে। এমনভাবেই লরিটা যাচ্ছিল সামনের যে কাউকেই ধাক্কা দিতে পারত। তারপর দেখি একজন ছুটতে ছুটতে বাড়ির পাশ দিয়ে ঢুকে পুকুরের ঝাঁপ দিল। পুলিশের কাছ থেকে পরে জানা যায় যাদের ধাওয়া করে পুলিশ এসেছিল তারা দুষ্কৃতি। আমরাও এরপর গিয়েছিলাম দুষ্কৃতিদের খুঁজে বের করতে। কিন্তু কাউকেই পাইনি।

দাসনগরের ঘটনা নিয়ে দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট

দাসনগরের ঘটনা নিয়ে দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দিতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি গৌতম চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ দাসনগরের ঘটনা দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রিপোর্ট দেব। ঘটনার তদন্ত হবে। তদন্ত অনুযায়ী যা শাস্তি হবার হবে। দলের কর্মীদের কালো পতাকা নিয়ে পুলিশকে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো অনুচিত ও দুখূজনক বলেও জানিয়েছেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। দাসনগরের ঘটনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গৌতম চৌধুরী বলেন, ভারতের সফল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীও। হাওড়ার দাসনগরের ঘটনা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। শিবপুরের দলীয় সভাপতির সঙ্গেও কথা হয়েছে। পুলিশ পুলিশের মতো কাজ করতে চায়। পার্টি পার্টির অ্যাঙ্গেলে সংগঠন করতে চায়। কোথাও যদি কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন দুপক্ষেরই বসে কথা বলার প্রয়োজন। এর জন্য রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ, আন্দোলন ঠিক নয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এসডিএইচ/০৫, তারিখ ২৭.০৫.২০২৫। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট/সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএইচ-০১-২৫-২৬। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়েতে গতিশক্তি ইউনিটের (জিএসইউ/আরএসপি) জন্য এসআইপি, আরসিসি, এসডব্লুআর এবং এসডব্লুআরডি-র মতো সিগন্যালিং ড্রয়িং প্রস্তুতি ও সরবরাহ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৪,৭৪,৩৪২.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ২,০৭,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৬.০৬.২০২৫। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** যে কোনো টেলিকমের কাজ যা নতুন বা পরিবর্ত কাজ বা উভয় বা আরআরআই/পিআই/ইআই/অটোমেটিক সিগন্যালিং/ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগ./এলসি গেট ইন্টারলকিং বা যে কোনো কাজ যা সিগন্যালিং ড্রয়িং যেমন এসআইপি, আরসিসি, এসডব্লুআর, এসডব্লুআরডি, ইন্টারফেস, লজিক (ইআই), আরআরআই/পিআই সার্কিটসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **বিশেষ যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** ১। দরপ্রস্তাবদাতার স্টেশন ড্রয়িংস-এর অন্ততঃপক্ষে ১০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে হবে (প্রস্তুতি/পরীক্ষা/আরসিসি বা লজিক সার্কিটের অনুমোদন), যা কাজের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (কর্মসূচি অনুসারে টেন্ডারদাতাকে স্টেশনের সংখ্যাগুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)। ২। ঠিকাদারের অন্ততঃ দুইজন আইআরএসই/আইআরএসটিইএলও লাইসেন্সধারক থাকতে হবে প্রস্তাবিত নথির পরীক্ষা, মেলানো এবং অনুমোদনের জন্য যাঁদের সিগন্যালিং ডিজাইনার বা সিগন্যালিং ভেরিফায়ার হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা থাকবে। ৩। আইআরএসই/আইআরএসটিইএলও লাইসেন্স -এর বৈধ কপি থাকতে হবে ঠিকাদারের, যেটি টেন্ডার খোলার তারিখের পরে কমপক্ষে ১ বছর পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বৈধ থাকবে। যদি লাইসেন্সটির সম্প্রসারণ সময় বিচারাধীন থাকে, তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষর থেকে সেটির সম্প্রসারণের জন্য কৃত আবেদনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেটি স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-71/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; **Email Id:** fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com **CIN: L65999WB1993PLC058107**

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.25 (Audited)	31.12.24 (Unaudited)	31.03.24 (Audited)	31.03.25 (Audited)	31.03.24 (Audited)
1	Total Income from operations	78.12	85.05	79.51	325.01	306.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	1.35	4.40	1.80	12.18	8.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.35	4.40	1.80	12.18	8.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.71	3.50	0.98	9.09	6.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.71	3.50	0.98	9.09	6.54
6	Equity Share Capital	337.03	272.03	272.03	337.03	272.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	440.69	171.60
8	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: ₹	0.02	0.13	0.04	0.33	0.24
	Diluted: ₹	0.02	0.13	0.04	0.33	0.24

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on May, 29, 2025 and the audited results for the year ended March 31, 2025 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. During the year ended March 31, 2025, pursuant to special resolution passed at Extraordinary General Meeting held on february 15, 2025, the company has, on March 07, 2025, made allotment of 6,50,000 (Six Lakhs Fifty Thousand only) Equity Shares on Preferential basis for cash to Non-Promoter having a face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) per equity share at a price of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) per equity share, including premium of Rs. 40/- per equity share aggregating to Rs. 3,25,00,000/- (Rupees Three Crores Twenty Five Lakhs)
4. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
5. Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Date : 29.05.2025

For J R D Finance Limited
Sd/-
Dilip Kumar Choudhary
Director
(DIN-00080390)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ডঃ সরোজ ঘোষের স্মৃতিচারণ করল দ্য সায়ন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনপ্রিয়করণ -এর অন্যতম উপদেষ্টা ডঃ সরোজ ঘোষের স্মৃতিচারণ করল দ্য সায়ন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। গত ২৫শে মে এ আয়োজিত এই শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁরা ডক্টর ঘোষের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ডক্টর সরোজ ঘোষ এক মহীরুহের নাম , যিনি না থাকলে কলকাতার বিখ্যাত তথা বিশ্বের কাছে অপূর্ব অত্যাশ্চর্য ৪৯ দশমিক ৬ একর জমির একটি শহর ছোট-বড় সবার কাছে খুব জনপ্রিয় একটি বিনোদনের শহর সায়েন্স সিটির প্রতিষ্ঠা হতো না। ডক্টর সরোজ ঘোষ জাদুঘর পরিষদের প্রাক্তন মহাপরিচালক তথা কলকাতা সাইন্স সিটির পরিচালক গত ১৭ ই মে ২০১৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে দা সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর উপদেষ্টা ছিলেন। সেদিন বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর জয়ন্ত স্থানপতি। তিনি ডঃ সরোজ ঘোষের চলে যাওয়াকে গ্রেট লস বলে মনে করেন। ডঃ ঘোষকে নিয়ে একটি বুকলট তৈরির নেপথ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ঐ বুকলেটে ওনার কর্মকান্ড, সম্মান, পুরস্কারের সালসহ উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬৫ তে মোবাইল সায়েন্স এক্সিবিশান ডঃ ঘোষের ই চিন্তার ফসল। পরে তা বিদেশেও জনপ্রিয় হয়। ডঃ স্থানপতি ডঃ সরোজ ঘোষের জীবনের গুরুত্বপূর্ন দিকগুলো তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। তার বক্তব্য থেকে জানা যায় কলকাতা ছাড়াও দিল্লী, পটনা ভুবনেশ্বর , পুরুলিয়ায় সায়েন্স সেন্টার তৈরী করেছিলেন। -এর আরও একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ সমরেশ গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন, ১৯৮১-তে ডঃ সরোজ ঘোষের-সঙ্গে কর্মসূত্রে পরিচয় হয় -এ। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ওনার সাথে কাজ করেছেন। তাঁর কথায় ডঃ ঘোষ ছিলেন একজন দক্ষ নেতা, প্রশাসক, ও সমন্বয়কারী। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর কাছে এ বিষয়ে আসা প্রস্তাবে তিনি রাজী হন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শীতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর সমস্ত কাজ দিয়ে। স্যাবের সেক্রেটারি ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় ডঃ ঘোষের বাস্তবাদীতার দিকটি উঠে আসে। একটি ৩ শো তে ডঃ ঘোষের সান্নিধ্যে ভয়েস টেস্টিং লাইটনিং ইত্যাদি করেছিলেন। তিনি সুপরিকলপনা করে যে কোন কাজ করতেন উচ্চ মার্গে। ভঃ এন সি ঘটক, কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান বলেন, ডঃ ঘোষ কবিতা লিখতেন আর এসরাজ ও বাজাতে পারতেন। গৌতম শীল, এর প্রাক্তন পাবলিক রিলেশন অফিসার, ৮ বছর ডঃ ঘোষের সান্নিধ্যে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ডায়নোসরকেনিয়ে একটি ড্রইং বই, একটি পোষ্টার কাম ফোল্ডার, একটি পপ্র আপ বই প্রকাশ ডঃ ঘোষের ই অবদান। বইপ্রকাশের নেপথ্যের অনন্য অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেন। একটা নতুন জিনিস শুরু করার সাহস তাঁর ছিল। তিনি পরিপূর্ণতাবাদী ছিলেন। কিভাবে কাজ করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কন্যাকে লেখা ডঃ ঘোষের একটি হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া চিঠিটি তিনি পড়ে শোনান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্যাবের প্রেসিডেন্ট ডক্টর পারিজাত চক্রবর্তী। তিনি চিঠিটি মর্মস্পর্শী বলে উল্লেখ করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অত্যন্ত গতিশীল ছিল ডক্টর সরোজ ঘোষের জীবন। তাঁরঅবদানেই সেই ছাপ তিনি রেখে গিয়েছেন - ইন্দিরা গান্ধী অ্যাওয়ার্ড, হরি ওম অ্যাওয়ার্ড, পদ্মভূষণ অ্যাওয়ার্ড তাঁর কাজেরই স্বীকৃতি। আমাদের ডঃ সরোজ ঘোষের তথ্য দিতে পারবে। কিন্তু তাঁর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানাতে পারবে না। সেদিনের শোকসভায় স্মৃতিচারণ আমাদের সেইটাই মনে করিয়ে দেয়। এই অনলাইন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন কম্পিউটার সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর সুবিমল কুণ্ডু, ডক্টর কুনাল বিশ্বাস, তামিলনাড়ুর সত্যভামা ইনস্টিটিউট, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্যাবের সদস্যরা-আবীরা ঘোষ, ডঃ সৈকত কুমার বসু, ডঃ রত্না দত্ত, সমর বেজ প্রমুখ।

প্রবল দূর্যোগের পূর্বাভাষ

কলকাতা, ২৯ মেঃ নিম্নচাপজনিত কারনে আগামী দুই দিন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রবল দূর্যোগের পূর্বাভাষ থাকায় তা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ কে এই সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার উপরে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে হাওড়ায় বসবাস আফগান নাগরিক ধৃত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ নাম ভাঁড়িয়ে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দীর্ঘদিন হাওড়ায় বসবাস আফগান নাগরিকের ! জগাছা থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার, ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু। ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত। এর কিছুদিন আগে হাওড়া থেকে বাংলাদেশি গ্রেফতারের পর এবার হাওড়া সিটি পুলিশের জালে আফগানিস্তানের এক নাগরিক। বুধবার রাতে জগাছা থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় নয়াবাজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তির নাম গনি খান (৬৫)। পুলিশ সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি হাওড়ার নয়াবাজ এলাকায় থাকেন। এর আগে শিবপুরের কাজীপাড়া এলাকায় থাকতেন। এখানে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড়ের ব্যবসা করেন।

HALDER VENTURE LIMITED

CIN:L74210WB1982PLC035117

Registered Office :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001
Ph.:- +91-33-6607-5556, +91-33-6607-5557 **Email :-** info@halderventure.in **Website :-** www.halderventure.in

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

Amount in Rs. Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Three Months Ended			Year ended		Three Months ended			Year Ended	
		31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	23,180.38	28,696.78	25,250.02	77,226.73	64,360.73	14,698.67	35,640.75	25,254.97	84,446.96	64,365.68
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	827.11	1,950.72	1,446.28	3,565.54	1,712.41	104.95	2,719.73	1,458.06	3,977.34	1,723.09
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	826.01	1,950.72	1,446.28	3,532.35	1,712.41	103.87	2,719.73	1,460.16	3,944.15	1,723.09
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	489.04	1,345.34	1,029.00	2,311.95	1,156.85	(841.34)	2,127.50	1,042.08	2,110.63	1,166.73
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	475.58	1,345.34	1,022.61	2,298.49	1,150.46	(837.85)	2,127.50	1,035.69	2,097.17	1,160.34
6	Equity Share Capital	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-			-	-	-		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)										
	Basic :(₹)	14.15	42.56	32.35	68.40	36.40	(26.51)	51.31	24.98	66.35	27.99
	Diluted :(₹)	14.15	42.56	32.35	68.40	36.40	(26.51)	51.31	24.98	66.35	27.99

- Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly and annual financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly and annual financial results is available on the website of BSE (www.bseindia.com) and on Company's website (www.halderventure.in)
b) The Audited Financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2025 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28th May, 2025.
c) Figures of previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm to current period presentation.
d) The Company has approved segment wise reporting for the quarter and year ended 31st March, 2025.
e) The Board of Directors of the Company has recommended a dividend at the rate of Re. 1 per share on the amount paid up on the equity capital of the Company.

Place : Kolkata
Dated : 28.05.2025

For Halder Venture Limited
Sd/-
KESHAB KUMAR HALDER
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00574080

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭৭ সংখ্যা, শুক্রবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

‘অপারেশন সিঁদুর’ থেকে ভোটের ব্যালট বিজেপি কি আবেগ ধরে রাখতে পারবে বিহার ও বাংলার নির্বাচনে?

‘অপারেশন সিঁদুর’;এক আবেগঘন রাজনৈতিক পর্ব, যা একদিকে যেমন হিন্দুত্ববাদী ভাবাবেগকে উস্কে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নারী নিরাপত্তা ও সম্মানের প্রশ্নেও জাতীয় পরিসরে আলোড়ন তুলেছে। বিজেপি এই অভিযানকে শুধুই এক মানবিক ‘রেসকিউ মিশন’ হিসেবে না দেখে, এক বৃহত্তর রাজনীতিক প্রচারের অংশ করে তুলেছে। প্রশ্ন উঠছে, এই আঙ্ক্ষ বেগ ও আলোড়ন কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং বিজেপি আদৌ তা ব্যবহার করে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল রাজ্যে ভোট বৈতরণী পার করতে পারবে কিনা।

‘অপারেশন সিঁদুর’ শুধুমাত্র কিছু নির্যাতিতা হিন্দু নারীকে উদ্ধার করার অভিযান নয়, এটি একটি প্রতীক;‘হিন্দু নারীর সম্মান’ রক্ষার প্রতিশ্রুতি। বিজেপি এটিকে স্পষ্টভাবে এক হিন্দু পরিচয়বাদের সুরে সাজিয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় ‘সিঁদুর’ শব্দটির ব্যবহার, দৃশ্যমান প্রতীক হিসেবে লাল সিঁদুর পরিহিতা নারীদের প্রচার এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও ইসলামপন্থী মৌলবাদের বিরুদ্ধে তীব্র অবস্থান;সব মিলিয়ে এটি এক রাজনৈতিক আঙ্ক্ষ বেগের প্যাকেজ।

এই আবেগ আপাতত সমাজের এক অংশে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের রক্ষণশীল ও হিন্দুত্বপ্রবণ ভোটারদের মধ্যে। তবে এ আবেগ কতদিন স্থায়ী হবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করছে বিজেপির প্রচার কৌশল ও বিরোধীদের পাল্টা অবস্থানের উপর।

বিহার এমন এক রাজ্য যেখানে জাতপাতের রাজনীতি ও ধর্মীয় আঙ্ক্ষ বেগ, দুটিই সমান্তরালভাবে চলে। বিজেপি যদি ‘অপারেশন সিঁদুর’কে একটি হিন্দু সম্মানরক্ষার মিশন হিসেবে তুলে ধরে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম মৌলবাদ ও ‘লাভ জিহাদ’ প্রসঙ্গকে জোরদার করে, তবে তাতে একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব পড়তে পারে। তবে বিহারে শুধু আবেগ দিয়ে ভোট জেতা সম্ভব নয়;এখানে স্থানীয় ইস্যু, আর্থিক পরিস্থিতি, কর্মসংস্থান ও পল্লী উন্নয়ন বড় ফ্যাক্টর।

এছাড়াও, এনডিএ-জোটে ভাঙন এবং এলজেপি, আরজেডি বা কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন যে নতুন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, তাতে অপারেশন সিঁদুরের আবেগ হয়তো কিছুটা ছাপ ফেলতে পারবে, কিন্তু তা এককভাবে ভোট নির্ধারণ করবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির হিন্দু আবেগের রাজনীতি নতুন নয়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই কৌশল আংশিক সফল হলেও, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তার ফল অনিশ্চিত ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের ‘বাঙালি আত্মপরিচয়’ ও ‘উন্নয়নমুখী’ প্রচার সেই আবেগকে কিছুটা ক্ষয় করে দেয়।

‘অপারেশন সিঁদুর’ পশ্চিমবঙ্গে আঙ্ক্ষ বেগ সৃষ্টি করতে পারবে কি না, তা নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের উপর; প্রথমত, বিজেপি এই প্রচার কতটা সংগঠিতভাবে ছড়িয়ে দিতে পারছে, এবং দ্বিতীয়ত, রাজ্যবাসীর কাছে এটি কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বাংলা, বিহারের মতো বর্ণনাপ্রবণ রাজনৈতিক পরিসরে কেবল আবেগ নয়, বিশ্বাসযোগ্যতাও জরুরি।

তৃণমূল, আরজেডি বা কংগ্রেস কেউই এখনো ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বিরুদ্ধে সরাসরি তীব্র অবস্থান নেয়নি। কারণ, এর বিরুদ্ধে কিছু বললেই তা যেন নারী-স্বার্থ বিরোধী বা হিন্দুবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়;এই ভয় বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে। তবে তারা পর্যবেক্ষণ করছে;জনতার প্রতিক্রিয়া কী, এবং বিজেপি কতটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিষয়টিকে প্রচারে রাখ তে পারছে।

তৃণমূল ইতিমধ্যেই নিজের রাজনীতিকে ‘বাঙালি চেতনা’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ’-এর মিশ্রণে সাজাচ্ছে। সেখানে বিজেপির এই আবেগে পরিপূর্ণ অভিযানের সঙ্গে বাস্তবতাকেন্দ্রিক পাল্টা প্রচার শুরু হলে, মানুষ বিভক্ত হতেই পারে।

রাজনৈতিক আবেগের সবচেয়ে বড় সমস্যা তার আয়ুষ্কাল। একটি আবেগ যতই প্রবল হোক, নির্বাচনের সময় যদি তা মানুষ ভুলে যায় বা গুরুত্ব না দেয়, তবে তার রাজনৈতিক ফলাফল শূন্য হতে পারে। বিজেপি আপাতত এটি নিয়ে জোর প্রচার শুরু করেছে; সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও বার্তা, টেলিভিশন শো, বক্তৃতা;সবখানে ‘অপারেশন সিঁদুর’ চলছে।

কিন্তু আগামী নির্বাচনে যদি বিজেপি সুশাসন, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বাস্তব ইস্যুগুলিকে অগ্রাহ্য করে শুধুই আবেগে ভরসা করে, তবে তা হিতে বিপরীতও হতে পারে। মানুষ যদি মনে করে;আবেগ দিয়ে আবারও বাস্তব সমস্যাগুলি ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তবে তারা পিছিয়ে যেতে পারে।

‘অপারেশন সিঁদুর’ নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক ধাক্কা। এটি একটি সংবেদনশীল গল্পকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরেছে, এবং এর মাধ্যমে বিজেপি আবারও হিন্দুত্ব ও নারী সুরক্ষার মিশ্র রাজনীতি তুলে ধরেছে। কিন্তু নির্বাচনের বাস্তব রাজনীতিতে আবেগের স্রোতকে ধরে রাখা কঠিন। বিহার ও বাংলার মতো জটিল রাজনীতির রাজ্যে এই আবেগকে যদি বাস্তব পরিকল্পনা, রূপরেখা ও উন্নয়নমূলক বার্তার সঙ্গে জুড়ে না দেওয়া যায়, তবে তা শুধুই এক ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক শোরগোল হয়ে থাকবে।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা প্রশ্ন উঠছে মানবিকতার মৌলিক মানদণ্ড নিয়ে

বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায়, চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি;উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মিত কর্মীদের তুলনায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ছে এক গভীর সংকট;এই শ্রমিকদের প্রতি কাজের পরিবেশ, সম্মান, সুরক্ষা এবং ন্যায্য মজুরি সংক্রান্ত নানা অবহেলা। আজ প্রশ্ন উঠছে, এই শ্রমিকদের কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারা কতটা নিরাপত্তা পাচ্ছেন এই ব্যবস্থার মধ্যে? চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা সেইসব কাজ করেন যেগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক চলার জন্য অপরিহার্য, অথচ তাদের অধিকাংশের কাছে নেই ন্যূনতম চাকরি সংক্রান্ত নিশ্চয়তা। তাঁরা কাজ করেন স্বাস্থ্য বিভাগে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পৌর পরিষেবা, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শুরু করে পণ্য সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁদের শ্রমে গড়ে ওঠে আমাদের আধুনিক সমাজ, কিন্তু তাঁদের অধিকারের প্রশ্নে প্রায়ই শূন্যতা থেকে যায়। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে এবং সরকারি সংস্থায় কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতনবৈষম্য, ছাঁটাই এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর চুক্তি নবায়ন না হওয়ার মতো অভিযোগ ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। এই অবস্থায়, তাঁদের উপর কতটা চাপ পড়ছে এবং তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কতটা ঝুঁকির মধ্যে, সেই প্রশ্নটি এখন সহজে আর উপেক্ষা করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা একই ধরনের কাজ করলেও স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় অনেক কম বেতন পান। তাঁদের ছুটি, পেনশন, স্বাস্থ্যবিমা বা অন্যান্য সুবিধাও প্রায় থাকে না বললেই চলে। এমনকি শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না তাঁদের মৌলিক অধিকার কী কী। তাঁদের পক্ষে আইনি সাহায্য নেওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তাঁদের কাজের স্থায়িত্ব বা আইনি চুক্তি এতটাই দুর্বল যে, অভিযোগ করলেই কাজ হারানোর ভয় থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন ও সংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে, সেখানে কীভাবে এই অনৈতিক ব্যবস্থাপনা এতদিন ধরে চলে আসছে? কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না? সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের প্রশ্নে এটা আমাদের এক ভয়ংকর বার্তা বহন করে। চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানকে আজ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো খরচ কমানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। নিয়মিত কর্মীর পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ মানে কম মজুরি, কম সুবিধা এবং সহজ ছাঁটাই। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ভার লাঘব হলেও, মানবিকতার ভার বাড়ছে সমাজের উপর। দীর্ঘদিন কাজ করেও যদি এক কর্মী চাকরির নিরাপত্তা না পান, তাহলে সেটি কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক ইস্যু নয়, একটি সামাজিক সংকটও বটে। এই পরিস্থিতির উত্তরণে রাষ্ট্র এবং সমাজ;উভয়েরই দায়িত্ব হচ্ছে এই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ, কাজের সময় ও পরিবেশের মানোন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, চিকিৎসা এবং অবসরকালীন সুযোগসুবিধা;এই সবকিছুর আইনি সুরক্ষা থাকা উচিত। তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে শ্রমিক সংগঠন ও পরামর্শ পরিষদের মাধ্যমে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, নীতিনির্ধারকদের মানসিকতার পরিবর্তন। চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কেবল অস্থায়ী জনশক্তি নয়;তারা দেশ গঠনের এক নিরব অথচ অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ। তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ না থাকলে, আগামী প্রজন্মের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে ভয় ও অনাস্থা তৈরি হবে কাজের পরিবেশ নিয়ে। মজার বিষয় হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রগুলিতে জনসেবামূলক কার্যক্রম চালানো হয়, যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা বা শিক্ষাক্ষেত্রে, সেখানেও আজ ব্যাপকভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেখা যায়। অথচ এই ক্ষেত্রগুলিতে মানবিকতা, সুরক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন সর্বোচ্চ মাত্রার হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতি কেবল চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সঙ্গে অবিচারই নয়, সাধারণ নাগরিকদের প্রতিও একধরনের অবহেলা। আজ প্রয়োজন একটি বিস্তৃত কর্মনীতি;যেখানে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব, সুরক্ষা এবং উন্নয়নের পথ নির্ধারিত থাকবে। এই নীতির মাধ্যমে কেবল তাঁদের সুরক্ষাই নয়, কাজের প্রতি তাঁদের আস্থা ও নিষ্ঠাও বাড়বে। সবার আগে দরকার একটি পরিবর্তিত মনোভাব, যেখানে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দেখা হবে ‘কম খরচের’ বিকল্প নয়, বরং একটি সম্মানজনক পেশাজীবী শ্রেণি হিসেবে। শেষ কথায়, এই সংকট আর শুধু অর্থনীতির নয়;এটি একটি নৈতিকতার সংকট। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করবে, আমরা কী ধরনের সমাজে বাস করতে চাই। উন্নয়নের নামে মানবিকতা যদি বিলীন হয়, তাহলে সেই উন্নয়নের মূল্য চূড়ান্তভাবে আমাদেরকেই দিতে হবে;সমাজ হিসেবে, জাতি হিসেবে। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার এবং উত্তর খোঁজার।

অসহ্য অপমানের ভার নিয়ে চলে গেলেন কৃষ্ণেন্দু দাস

কৃষ্ণেন্দু দাস আর নেই। একটি নাম, যিনি হয়তো সারাদেশের মানুষের কাছে অতটা পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু যিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে এমন এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, যা সমগ্র সমাজকে, প্রশাসনকে, এবং আমাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে। তিনি আমাদের চোখের সামনে থেকে চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন এক দগদগে প্রশ্ন;কেন একজন মানুষকে এতখানি অপমানের মুখোমুখি হতে হলো যে, জীবনের প্রতি সমস্ত টান তিনি ছিঁড়ে ফেললেন?

একটি সমাজ কেমনভাবে তার নাগরিকদের সাথে ব্যবহার করে, সেটি বোঝা যায় সেই সমাজের দুর্বলতম মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে। কৃষ্ণেন্দু দাস সেই দুর্বলতমদের মধ্যে একজন ছিলেন না;তিনি ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক, যাঁর আত্মমর্যাদা ছিল, যাঁর পরিবার ছিল, যাঁর স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত সমাজের এমন এক নিষ্ঠুর মুখোমুখি হলেন, যেখানে তাঁর আত্মসম্মান টুকুও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ উঠেছিল, কিংবা প্রশাসনের নির্দিষ্ট আচরণ কতটা আইনসঙ্গত ছিল, সেই বিতর্কের গভীরে না গিয়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন মানুষ মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি আর জীবিত থাকার অর্থ খুঁজে পাননি। অপমান, সামাজিক লাঞ্ছনা, প্রশাসনিক জিজ্ঞাসাবাদ, পারিপার্শ্বিক কটূক্তি;এই সমস্ত কিছু একত্রে মিলে তাঁর উপর এমন একটা চাপ তৈরি করেছিল যা তিনি আর বইতে পারেননি। প্রশ্ন উঠছে;এই সমাজ কি এতটাই অমানবিক হয়ে উঠেছে, যেখানে একজন নাগরিকের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতিও দেখানো হয় না? সামাজিক মাধ্যমে কোনও অভিযোগ উঠলেই কি প্রশাসনের তরফে এমন হঠকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যার ফলে একজন ব্যক্তির গোটা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে? অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই যেন ‘জনরায়’ চূড়ান্ত রায় দিয়ে দেয়। আর সেই রায়ের ভার বইতে না পেরেই কৃষ্ণেন্দু দাসের মতো মানুষদের ঝরে যেতে হয়। যাঁরা কৃষ্ণেন্দু দাসকে চেনেন, তাঁরা জানেন, তিনি ছিলেন এক সহজ-সরল, কর্মনিষ্ঠ মানুষ। কোনও রকম রাজনৈতিক উচ্চাশা বা সামাজিক নেতিবাচকতার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো যায় না। কিন্তু আজকের সমাজে শুধুমাত্র সন্দেহ, গুজব কিংবা প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতেই একজন মানুষের চরিত্র খণ্ডন করে দেওয়া হয়। তাঁকে পরিবার, পাড়া, এমনকি কর্মস্থল থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।

এটা কেবলমাত্র একজন কৃষ্ণেন্দুর গল্প নয়। এটা একটা বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার সংকেত, যেখানে অভিযোগের থেকেও বেশি গুরুত্ব পায় জনরায়, এবং বিচার ব্যবস্থার আগে কাজ করে সামাজিক বিচারের ‘শর্টকাট’। মিডিয়া ট্রায়াল, সোশ্যাল মিডিয়া লিঞ্চিং, প্রশাসনিক অপমান এবং চারপাশের চাপ;এই মিলিত আক্রমণ আজ একেকজন ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠে পড়ছে;আমরা কি এক মানসিকভাবে বিকল সমাজে পরিণত হচ্ছি? আমরা কি সহানুভূতি, বিচারপ্রক্রিয়া, এবং মানবিকতা ভুলে শুধুই অভিযোগ শুনেই বিচার করতে শিখেছি? প্রশাসন, সমাজ এবং ব্যক্তি;তিনটি স্তরেই আজ introspection জরুরি। কৃষ্ণেন্দু দাসের মতো মানুষরা যেন কেবল পরিসংখ্যান হয়ে না যান।

প্রয়োজন এমন এক সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর, যেখানে অভিযোগের তদন্ত হবে নিরপেক্ষভাবে, কিন্তু সেই তদন্তের সময় একজন ব্যক্তির মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া বা জনমত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া এক ধরনের হীন প্রবণতা, যা দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়। কৃষ্ণেন্দু দাসের মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি এক সামাজিক ব্যর্থতা। তাঁর মৃত্যুর দায় কার, সেটি নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু এই মৃত্যু আমাদের সামনে একটি আয়না ধরে দিয়েছে;যেখানে আমরা নিজেদের মুখ দেখতে বাধ্য হচ্ছি। আর সেই প্রতিচ্ছবিতে যে নিষ্ঠুর, নির্দয় সমাজের রূপ ফুটে উঠছে, তা ভীষণভাবে আতঙ্কজনক।

এই সমাজে, যেখানে একজন মানুষকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্মানের জন্য লড়তে হয়, সেই সমাজের কাঠামোতে কোনও না কোনও জায়গায় ফাটল স্পষ্ট। কৃষ্ণেন্দু দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে, আমাদের এই ব্যবস্থার সংস্কার করা জরুরি। তা না হলে, হয়তো আগামীকাল আরও কোনও কৃষ্ণেন্দু দাস অপমানের ভার নিয়ে চিরতরে বিদায় নেবেন।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

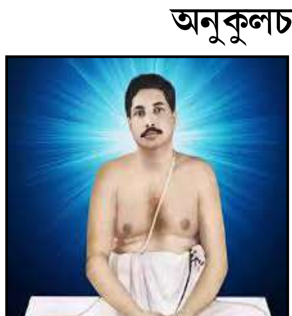

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান। কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই। অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যতই পরের দোষ দিবি তুই নিজের যা দোষ এড়াতে, পেয়ে বসবে সে দোষ তোমায় দেবে না পা বাড়াতে।

মমতা ব্যানার্জির অনুপস্থিতিতে কী পেল পশ্চিমবঙ্গ? নীতি আয়োগ সভা ঘিরে বিতর্কের অন্যপিঠ

নীতিনির্ধারক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতি শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, তা রাজ্যের প্রয়োজনে কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও দাবি আদায়ের অন্যতম সুযোগ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপস্থিতি ফের প্রশ্ন তুলে দিল রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক, আর তার পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে। নীতি আয়োগের সভাগুলিকে অনেকেই ‘নীতিগত ম্যারাথন’ বলেন, যেখ ানে দেশের নানা প্রান্তের মুখ্যমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের রূপরেখা কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরেন। কেন্দ্রও এখানে রাজ্যগুলির বাস্তব চাহিদা ও সমস্যাগুলি শুনে পরবর্তী আর্থিক বরাদ্দ ও নীতিগত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনে। সেখানেই বড়ো প্রশ্ন;এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে অনুপস্থিত থেকে কতটা লাভবান হতে পারল পশ্চিমবঙ্গ?

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই সভার বাঙ্ক্ষ স্তব কোনও মূল্য নেই। তাঁর ভাষায়, তএকতরফা আলোচনা, রাজ্যের বক্তব্য শোনাই হয় না।দ কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজ্য তার বক্তব্য রাখার সুযোগ নিজেই হারালে, কেন্দ্রের কাছে তার দাবি আদায়ের পথ আরও কঠিন হয়ে পড়ে না কি? কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যদি রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিতও হয়, তবে কি সেই সম্পর্কের সেতু ভেঙে দেওয়াই সমাধান?

এখানে মনে রাখতে হবে, বাংলার আর্থিক অবস্থা বর্তমানে যথেষ্ট সংকটজনক। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে অংশীদারিত্ব, বিশেষত ১০০ দিনের কাজ বা প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা ইত্যাদিতে রাজ্যের অভিযোগ থাকলেও, এই প্রকল্পগুলির অর্থনৈতিক দিক বা ভবিষ্যৎ নিয়ে যুক্তিতর্ক তো উঠতেই পারত এই মঞ্চে। বস্তুত, আঙ্ক্ষ র্থিক দাবি, তহবিল বণ্টনে স্বচ্ছতা, রাজ্যের নিজস্ব পরিকল্পনার অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারী মঞ্চে আঙ্ক্ষ লোচনা করাই তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এখানে আরও একটি দিক গুরুত্ব পায়। কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক সমীকরণ যাই হোক, এই ধরনের মঞ্চে উপস্থিত না থাকলে কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের মতামতের ছাপ পড়ে না। বরং অন্য রাজ্যগুলি যখন একাধিক দাবি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ কার্যত নিজেকে আলগা করে নিচ্ছে।

এই অনুপস্থিতি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে নয়, বরং এক ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান। রাজ্য সরকারের দাবিগুলিকে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী স্তরে বারবার তুলে ধরার সুযোগ হারালে, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, নীতি রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে পড়বে।

অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মতে, রাজ্য বারবার কেন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানিয়েও ফল পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে এসেছেন, কেন্দ্র ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত’ বাংলা থেকে টাকা কেটে নিচ্ছে বা দিচ্ছে না। কিন্তু এই অভিযোগগুলি আরও জোরালোভাবে প্রকাশ করার পথ তো এই সভা থেকেই আসতে পারত।

এছাড়াও, সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অবকাঠামো, যা প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সেখানে যদি বাংলার অবস্থান বা অভিজ্ঞতা না উঠে আসে, তাহলে জাতীয় পর্যায়ে রাজ্য পিছিয়ে পড়বে না তো?

অবশ্যই, মঞ্চে বসা মানেই সমাধান হয় না। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে যে রাজ্যের বক্তব্যে কান দেয়নি কেন্দ্র। কিন্তু তবুও, সরকারি মঞ্চে যুক্তিপূর্ণ উপস্থিতি রাজ্যের অবস্থানকে দেশের অন্য রাজ্যগুলির সামনে তুলে ধরার সুযোগ দেয়, যা শুধু রাজনৈতিক উঙ্ক্ষ দ্দশ্যে নয়, পরোক্ষে জনগণের স্বার্থেই জরুরি।

সবশেষে বলতেই হয়, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে, কিন্তু তা যেন মানুষের স্বার্থের থেকে বড়ো না হয়। রাজ্যের সমস্যাগুলি আলোচনার টেবিলে নিয়ে যাওয়াই শাসকের দায়িত্ব। অনুপস্থিত থেকে সেই দায়িত্ব থেকে মুখ ঘোরানো, বাংলার ভবিষ্যতের পক্ষে কতটা লাভজনক;এই প্রশ্ন থেকে যায়। এক কথায়, মমতা ব্যানার্জির অনুপস্থিতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা দিলেও, পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির খাতায় যে বিশেষ কিছু যোগ করল না, তা বলাই যায়। এখন দেখ ার, রাজ্য সরকার বিকল্প কোন পথে কেন্দ্রের কাছে নিজের দাবি আদায়ের চেষ্টা করে।

হেডলাইন বাড়ছে পার্ক, কমছে খেলার মাঠ শহুরে উন্নয়নের ভিড়ে শিশুরা হারাচ্ছে খোলা জায়গা

শহরের রূপ বদলাচ্ছে। আধুনিকায়নের জোয়ারে একদিকে যেমন নতুন পার্ক তৈরি হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ। বসবাসযোগ্য শহর গড়ার নামে এই যে ‘পার্ক বনাম মাঠ’ দ্বন্দ্ব;তা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে নাগরিক জীবনে, বিশেষত শিশু-কিশোরদের জন্য। গত কয়েক বছরে কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি কিংবা দুর্গাপুরে পুরসভা ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনেক নতুন পার্ক গড়ে উঠেছে। কোথাও নাগরিকদের হাঁটার জন্য ওয়াকওয়ে তৈরি হয়েছে, কোথাও শিশুপার্ক বা সুইংয়ের ব্যবস্থা, আবার কোথাও তৈরি হয়েছে বাগান ও বসার জায়গা। পুরসভাগুলি দাবি করছে, শহরের মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এই সব পার্ক অপরিহার্য। পরিবেশবান্ধব নগর গঠনে এগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে; এই পার্কে কি সত্যিই শিশু-কিশোররা খেলাধুলা করতে পারছে?

অন্যদিকে, এই সব শহরে একে একে খেলার মাঠ বেসরকারি নির্মাণ প্রকল্প, বহুতল আবাসন, পার্কিং লট বা মল তৈরির জায়গা হয়ে যাচ্ছে। যেসব মাঠ একসময় শিশুদের খেলাধুলা, স্থানীয় ক্লাবের কোচিং ক্যাম্প কিংবা পাড়ার টুর্নামেন্টের প্রাণ ছিল, সেগুলিকে আজ লোহার গেট দিয়ে ঘেরা দেখা যায়;কখ নো ‘রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ’, কখনো ‘পুনর্গঠনের জন্য অনুপলব্ধ’। শুধু সরকারি মাঠ নয়, বহু বেসরকারি স্কুলও তাদের নিজস্ব খেলার মাঠ বিক্রি করে দিয়েছে বা সেই জমিতে ভবন নির্মাণ করেছে। এর ফলে শিশুদের খেলাধুলার পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। পার্ক ও খেলার মাঠ;এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক তফাত। পার্ক মূলত বিশ্রামের স্থান, হাঁটার জায়গা বা পরিবার নিয়ে বসে সময় কাটানোর উপযোগী স্থান। কিন্তু খেলার মাঠ মানে হলো মুক্ত খোলা জায়গা, যেখানে ছোট থেকে বড় সকলে শারীরিক কসরত করতে পারে;ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন বা অন্য যে কোনও খেলা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ নতুন পার্কেই খেলার অনুমতি নেই। ঘাস নষ্ট হওয়ার অজুহাতে সেখানে বল খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কিছু পার্কে প্রবেশাধিকারও সীমিত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঠের অভাব শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকের শিশুরা বাইরের খেলার বদলে স্মার্টফোন বা টিভির দুনিয়ায় ডুবে যাচ্ছে। শারীরিক অনুশীলনের অভাবে তাদের মধ্যে স্থূলতা, ডায়াবেটিস বা মানসিক চাপের প্রবণতা বাড়ছে। শিশু মনোবিজ্ঞানী সুদীপ্তা চৌধুরী বলেন, ‘শিশুরা মাঠে খেলতে গিয়ে যেমন দেহকে সচল রাখে, তেমনি শেখে দলগত কাজ, প্রতিযোগিতা ও সহনশীলতা। মাঠ হারালে সেই অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে’।

নগর পরিকল্পনায় মাঠের প্রয়োজনীয়তা বারবার উঠে এলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার শেষেই আছে ‘ওপেন স্পেস’। সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে বিনোদন পার্ক, ভিউ পয়েন্ট বা ওয়াটার বডি। নির্মাণ শিল্পের লাভ ও রাজনৈতিক স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি। একজন শহর পরিকল্পনাবিদ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘জমির দাম এতটাই বেড়ে গেছে যে মাঠ সংরক্ষণের চেয়ে পার্ক বানিয়ে নাম দেওয়া সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্ক দেখতে ভালো লাগে, ছবি তোলা যায়। কিন্তু মাঠ মানে হল খরচ, নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ;যা অনেকেই এড়াতে চান।’

খেলার মাঠ বাঁচানোর দাবি নিয়ে কিছু জায়গায় স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়েনি রাজ্যজুড়ে। অভিভাবকরাও অনেক সময় পড়াশোনার চাপে সন্তানদের মাঠে যেতে নিরুৎসাহিত করেন। ফলে, শিশুদের জন্য মাঠ সংরক্ষণের দাবিটা খুব জোরালোভাবে উঠে আসছে না।

তবে কিছু বেসরকারি সংস্থা ও পরিবেশবাদী সংগঠন মাঠ বাঁচানোর দাবিতে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ‘খেলার মাঠ বাঁচাও কমিটি’-র আহ্বায়ক রাকেশ সেন বলেন, ‘শুধু পার্ক নয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি খেলার মাঠ থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিত।’

বর্তমান নগরায়নের গতি ও চরিত্র দেখে আশঙ্কা করা যায়, আগামী দিনে শহরে পার্ক থাকবে, কিন্তু খেলার মাঠ থাকবে না। শিশুদের খেলার স্বাভাবিক অধিকার পরিণত হবে ‘রেজার্ভেশন’-এর বিষয়ে। শহরের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এখনই সময় মাঠ রক্ষার। নইলে হয়ত আগামী দিনে শিশুরা ‘খেলাধুলা’ শব্দটা কেবল বইয়ের পাতাতেই খুঁজে পাবে।

কাঁকসার গড় জঙ্গলে রয়েছে দেবী শ্যামরূপার মন্দির

পশ্চিম বর্ধমানের দেবী শ্যামরূপার মন্দির যেন গভীর জঙ্গলে লুকোনো এক প্রাচীন সম্পদ। ছোট্ট মন্দির পরিসর, তা সত্ত্বেও এর বিশালত্ব অনেক। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে একাধিক কীংবদন্তি কথা প্রচলিত রয়েছে। বলা হয় রাঢ়বঙ্গের রাজা ইছাই ঘোষের আরাধ্য দেবীর বসবাস এই মন্দিরে। গভীর জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত এই মন্দিরে দুর্গাপুজোর সময় বহু মানুষের ভিড় জমে। কিন্তু দুর্গাপুজো ছাড়াও যে কোনওদিন আপনি এই মন্দিরে যেতে পারেন। তাহলে খুব কাছে থেকে পাবেন দেবীর দর্শন।রয়েছে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগও। তাছাড়াও সবুজ গভীর জঙ্গলের মাঝে এই মন্দিরে পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করে দেবে।

দেবী শ্যামরূপার মন্দির যেতে হলে আপনি দুর্গাপুর অথবা পানাগড় থেকে যেতে পারেন। যদি দুর্গাপুর থেকে যেতে চান, তাহলে আপনাকে দুর্গাপুর স্টেশন থেকে বাসে যেতে হবে মলানদিঘি।আর পানাগড় থেকে যেতে চাইলে আপনাকে বাস ধরে যেতে হবে ১১ মাইল বাসস্ট্যান্ড। তারপর সেখান থেকে টোটো বা অন্য গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছতে হবে গভীর জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত এই মন্দিরে। তবে এই মন্দিরে গেলে কয়েকটি বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত সূর্য ডোবার আগেই এই মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে। কারণ এখ ানে রাত্রিবাসের কোনও সুযোগ নেই। রাত হলে গভীর জঙ্গলের রাস্তায় সমস্যায় পড়তে পারেন। যদি দেবীর শ্যামরূপাকে পুজো দিতে চান, তাহলে চেষ্টা করবেন সকাল সকাল মন্দিরে পৌঁছে যাওয়ার।

ঝালদাবাসির পানীয় জলের সমস্যা মিটতে চলেছে

সুবর্ণরেখা জল প্রকল্পের কাজ এবার অনেকটা এগিয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যায় অচিরেই ঝালদাবাসির পানীয়জলের সমস্যা মিটতে চলেছে। বিগত বাম আমল থেকে সুবর্ণরেখা নদী জল প্রকল্প হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা সম্পন্ন হয়নি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ঝালদা বাসী এই জল প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে। সেই কাজেই আরও এক ধাপ এগোল। সুবর্ণরেখা নদী জল প্রকল্পের প্রক্রিয়া শুরু হতে না হতেই প্রকল্প স্থল পরিদর্শনে আসে এমইডি-র প্রতিনিধি দল। তারা ঝালদার তুলিনের কাছে সুবর্ণরেখা নদীতে গিয়ে প্রকল্পস্থল ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি ঝালদা ও তুলিনের মাঝে মসিনা গ্রামের কাছে যেখানে জল পরিশোধন কেন্দ্রটি তৈরি হবে সেই জায়গাটিও পরিদর্শন করেন।

সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল এই পরিশোধন কেন্দ্রে পৌঁছাবে তারপর সেই জল পরিশোধিত হয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ঝালদার ১২ টি ওয়ার্ডে পৌছাবে। এই বিষয়ে এমইডি-র পুরুলিয়া ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোহান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তইতিমধ্যেই এই জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আঙ্ক্ষ মরা সার্ভে করে দেখলাম। এই জলের নমুনা সংগ্রহ করা হল। সুবর্ণরেখা নদী থেকে জল এই পরিশোধন কেন্দ্রে এসে জমা হবে। তারপরই সেই জল পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পৌঁছাবে। বর্ষার জন্য খানিকটা বেগ হতে পারে। তবে খুব শীঘ্রই এই কাজ সম্পন্ন হবে।দ এই বিষয়ে ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল জানান , এই প্রকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকার টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রের একটি সংস্থা। শীঘ্রই সুবর্ণরেখা জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্র- ছাত্রী সংবর্ধনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল বৃহস্পতিবার। বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চের এনেক্স হলে আয়োজিত ওই কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ(আই এ এস), জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস (আই পি এস), জেলাপরিষদের অধ্যক্ষ মহঃ ইসমাইল, সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন

লোহার জানান মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে জেলার ৪৩ জন ছাত্রছাত্রীরকে মেধা সম্মাননা দেওয়া হল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শহর বর্ধমানের রূপায়ণ পাল। তাকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ১০হাজার টাকার উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া বাকিদের পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া মাধ্যমিকে রাজ্যের চতুর্থ স্থান অধিকারী কেতুগ্রামের এক দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র সেলিমকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিমাসে ৩০০০ টাকা করে দু'বছর ভাতা দেওয়া কথা জানান সভাধিপতি। আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি। এদিন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ বলেন, এই সংবর্ধনা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও উৎসাহিত করবে। তারাও চাইবে ভাল পড়াশোনা করে, ভাল রেজাল্ট করে এই ধরনের সংবর্ধনা নেওয়ার। যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তারা ভবিষ্যতেও স্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্ব রেখে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলেই আশাবাদী তিনি। এদিন পুলিশ সুপার সায়ক দাস ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভাল রেজাল্ট করে আত্মতুষ্টিতেই থেমে থাকলে হবে না, এটা জীবনের প্রথম ধাপ। এর পরে আরও অনেক ধাপ পার হতে হবে। তাই ভবিষ্যতে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 01/Hat-1/1ST CALL/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for CONSTRUCTION OF PCC ROAD at 5(Five)Nos. different places. Last date of submission of Bid up to **05.06.2025 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Online): **09.06.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE
LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT.No.-02/15th FC(Untide)/Lochanpur gp/2025-26, E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **06/06/2025** For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur Islampur, Murshidabad.

DASGHARA-II Gram Panchayat
Vill – Dasghara, P.O. – Dasghara, P.S. – Dhaniakhali, Dist. – Hooghly

Tender Notice No : 181/DAS-II/2025

Notice inviting competitive E-tender in two cover systems on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for execution of 3(Three)Nos. different works. Bid proposal submission end date & time(Online): **03-06-2025 : 06.00 pm**. Bid opening Date & time for Technical Proposal (Online): **05-06-2025 : 11:00 AM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dasghara-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬২৭৯৯১৮, তারিখ ২৮.০৫.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/বিএমএফ/বিজিবি, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** ক্যালিব্রেশন পরিষেবা - মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল, থার্মাল, অপটিকাল ক্যালিব্রেশন; মাত্রা, চাপ এবং শূন্যতা, বল, ভর এবং আয়তন, কাঠিন্য এবং প্রভাব, ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা, ভোল্টেজ, কারেন্ট, বিদ্যুৎ (এসি/ডিসি) শক্তি, রোধ, আপেক্ষিক তাপ এবং আর্দ্রতা, তাপ... **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৯,২৩,২৩৩.১৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ১৮,৪৬০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ বছর ১ দিন। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৫ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** না। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **আর্থিক নথিতে মূল্যাদরের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে দেখানো প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস) ঃ** ৩৮। MISC-79/25-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121

e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-761/BPM/N-185/2025, Dated-28/05/2025, 763/BPM/N-187/2025, Dated-28/05/2025, 764/BPM/N-188/2025, Dated-28/05/2025, 765/BPM/N-189/2025, Dated-28/05/2025, (Closing date-10/06/2025, 18.55 Hrs. 762/BPM/N-186/2025, Dated-28/05/2025, (Closing date-17/06/2025, 18.55 Hrs**. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/- Chairperson
Buniadpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/১৯, তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৫, "ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং, খোলার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ এবং প্রদেয় বায়না অর্থ** নিম্নরূপ ঃ **১. ৫৬২৫১৬৮৮,** ০১.০৭.২০২৫, রেড আসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল লাইটিং ইউনিট। ৭৫২টি, ₹ ১,৩৩,১৯০। **২. ৬৫২৪৫০৬৬এ,** ২৪.০৬.২০২৫, ৫০ টন ইওটি ক্রেন। ০১টি, ₹ ২,৬৩,০৯০। **৩. আইজি২৫৫২১০এ,** ২৩.০৬.২০২৫, ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি সিস্টেম ইত্যাদি। ০১টি, ₹ ১,৭০,০০০। **৪. আইজি২৫৫৮৯২,** ২৪.০৬.২০২৫, ৫০০ কেভিএ, ৬ কেভি/৪৩৩ ভোল্ট ক্ষমতার ইনডোর ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার-এর সরবরাহ। ০৪টি, ₹ ১,৭৪,৬৪০। **৫. ৩০২৫১৪৩৪,** ১৮.০৬.২০২৫, বিএমবিসি কোচ-এর জন্য ব্রেক গিয়ার বুশেস এর কিট। ১৩৮০ সেট, ₹ ২,৫১,৯১০। **৬. ৩১২৫১৪৮১,** ২০.০৬.২০২৫, নন অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক "কে" টাইপ ইত্যাদি। ৫৬৮৮৮টি, ₹ ৩,৫৩,০৯০। **৭. ৪৭২৫৩১১৩,** ০৮.০৭.২০২৫, এলএইচবি কোচসমূহের জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট-এর মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার। ১৪৩টি, ₹ ৩,২০,২১০। **৮. ৪৫২৫৩১৯২,** ১৮.০৬.২০২৫, ১১০০ এএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ শূন্য ভালভ নিয়ন্ত্রিত লেড অ্যাসিড (ভিআরএলএ) ব্যাটারি ইত্যাদি। ৬০ সেট, ₹ ১৭,৮৩,৫৭০। **৯. ৪৫২৫৩১৮৫,** ২৫.০৬.২০২৫, ডিজেল ইলেকট্রিক লোকো ইঞ্জিন স্টার্টিং অ্যাপ্লিকেশন, ৮ ভোল্ট, ৫০০ এএইচ ইত্যাদির জন্য লো মেন্টেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। ৫৯৫টি, ₹ ৮,৭৫,৬১০। **১০. ৪৫২৫১৬৭৯,** ২৫.০৬.২০২৫, এলএইচবি পাওয়ার কার/ডিজেল লোকো স্টার্টিং ইত্যাদির জন্য লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ৮ ভোল্ট ৪৫০ এএইচ ক্ষমতার। ৪১১টি, ₹ ৫,৫৪,৪৯০। **১১. ৪৫২৫১৬৮১,** ২৭.০৬.২০২৫, ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ইত্যাদির জন্য, ৭৫ এএইচ ক্ষমতার লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। ৮৮ সেট, ₹ ২,৯০,৫৩০। **১২. ৪৫২৫৩১৩৩,** ০৮.০৭.২০২৫, এলএইচবি কোচসমূহের জন্য ৪.৫ কেডব্লু আন্ডারস্লাং কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত তথা ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার। ১০২টি, ₹ ৫,৬৫,৬৯০। **১৩. ৪০২৫১৫৯০,** ১৮.০৬.২০২৫, কপার কন্ডাক্টর সহ ক্রশ লিংক করা পাতলা প্রাচীরযুক্ত ফ্লেক্সিবল ইলাস্টোমেরিক কেবেল যা থিন ওয়ালড ইলেকট্রিক বিম দ্বারা বিকিরিত/রাসায়নিকভাবে নিরাময়কৃত। ৯০০০ মিটার, ₹ ৫,৬০,৭৪০। **১৪. ৪০২৫১৫৮৯,** ১৮.০৬.২০২৫, কপার কন্ডাক্টর সহ ক্রশ লিংক করা পাতলা প্রাচীরযুক্ত ফ্লেক্সিবল ইলাস্টোমেরিক কেবেল যা থিন ওয়ালড ইলেকট্রিক বিম দ্বারা বিকিরিত/রাসায়নিকভাবে নিরাময়কৃত। ১২০২৪ মিটার, ₹ ৯,২৭,০৬০। **১৫. আইএফ২৫৫৪৭৮,** ২৬.০৬.২০২৫, নতুন ডোরওয়ে স্টিফিনিং ক্রশ বার ইত্যাদি। ৭২০০টি, ₹ ৪,৭৭,৩৫০। **১৬. ৩৩২৫৩০৭২,** ৩০.০৬.২০২৫, ব্রেক ইত্যাদির জন্য ফ্লেক্সিবল হোস (৫০০ মিমি)। ৫৫৫৯টি, ₹ ১,৩৫,০০০। **১৭. ৩৩২৫৫০১৩,** ২০.০৬.২০২৫, জংশন বক্স অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির জন্য কিট। ৩০ সেট, ₹ ১,১৬,৩২০। **১৮. ৩৩২৫৩২৬২,** ২৫.০৬.২০২৫, ইমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাক্সিলারেটর ইবিএ ইত্যাদি। ১১০টি, ₹ ১,৪২,২৬০। **১৯. ২৫২৫১২১৩,** ১৮.০৬.২০২৫, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রেক ভালভ এসএ৯। ২০৬টি, ₹ ১,৩১,২৬০। **২০. ২৯২৫৩৩১২,** ১৮.০৬.২০২৫, ইপি রিলে ভালভ-এর জন্য কিট এর সেট। ৬৫০ সেট, ₹ ৬,৫৭,৫৬০। **২১. ২৫২৫৫০০২এ,** ১৮.০৬.২০২৫, স্ট্যাটিক ইনভার্টার সরবরাহ, স্থাপন এবং সূচনার কাজ। ৪২টি, ₹ ২০,০০,০০০। **২২. ২৯২৫৩৭৮৫,** ১৯.০৬.২০২৫, কেবিআইপিএল-এর অক্স-প্যানেল-এর ভালভ-এর ওভারহলিং কিট। ৮৬ সেট, ₹ ৪,০৪,৮০০। **২৩. ২৯২৫৫০৩০,** ২৩.০৬.২০২৫, ৩-ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস ট্র্যাকশন মোটর। ০৪টি, ₹ ১,৩৬,৭২০। **২৪. ২৯২৫৩০১৯,** ২৩.০৬.২০২৫, ই-৭০ ব্রেক কন্ট্রোল ইউনিট-এর কিট। ১৬৩ সেট, ₹ ১০,০২,৮০০। **২৫. ২৯২৫৫০২৭,** ২৫.০৬.২০২৫, ডব্লুএপি-৭-এর ড্যাম্পার। ১৫ সেট, ₹ ১,৫২,৪৮০। **২৬. ২৫২৫৩৫৭৪,** ২৬.০৬.২০২৫, উচ্চ ক্ষমতার সাইড বাফার অ্যাসেম্বলি। ১২৮টি, ₹ ১,১৩,৮৪০। **২৭. ১৭২৫১১৩৬,** ০২.০৭.২০২৫, এলিমেন্ট ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার (ডিসপোজেবল ব্যাগ টাইপ)। ৩৫৬১টি, ₹ ৮,৯০,১৮০। **২৮. ২৫২৫১৩১৮,** ১০.০৭.২০২৫, সাসপেনশন টিউব ইত্যাদির পরীক্ষানিরীক্ষার স্পেয়ার্স-এর সেট। ৪৪১ সেট, ₹ ৬,৭৮,০৩০। **২৯. ২৫২৫৩৪০৫,** ১১.০৭.২০২৫, ইলাস্টিক রিং ইত্যাদি। ১০৩৯টি, ₹ ৮,৪৯,৬৩০। **৩০. ২৯২৪৫০১৮বি,** ১৮.০৭.২০২৫, ৩ ফেজ লোকোমোটিভ-এর বিএইচইএল প্রোপালসন সিস্টেম। ১৪টি, ₹ ২,৩৯,৪৫০। **৩১. ৩৮২৫৩৩৪২এ,** ২৬.০৬.২০২৫, আপগ্রেডেড এইচটিসিবিসি-এর জন্য শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট সহ কাপলার বডি। ৯৮৪০টি, ₹ ২০,০০,০০০। **৩২. ৩৮২৫৩৮৯৫,** ১৪.০৭.২০২৫, বিওএক্সএন ওয়াগন-এর জন্য ফ্যাব্রিকেটেড হ্যান্ড ব্রেক হুইল (সাইড অপারেটেড)। ৫০৮০টি, ₹ ১,২৪,০৮০। **৩৩. ৩৮২৫৩৩৪০এ,** ২৯.০৮.২০২৫, আধুনিকীকৃত এইচটিসিবিসি-র জন্য ইয়োক। ২৭৪০টি, ₹ ১৫,৯২,৬৭০। **৩৪. ৬০২৫৫১৮৬,** ২৩.০৬.২০২৫, ১২তে ১ পিএসসি স্লিপারের ওপর বিজি. ৬০ কেজি (ইউআইসি)-র সিএমএস ক্রশিং নির্মাণ ও সরবরাহ। ২০৫ সেট, ₹ ১০,০১,৪৭০। **৩৫. ৬০২৫৫০৯৩বি,** ২৩.০৬.২০২৫, প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রীট স্লিপারসমূহ ইত্যাদির নির্মাণ ও সরবরাহ। ৯৪০ সেট, ₹ ৫০,০০,০০০। **৩৬. ৫০২৫৩০১৮,** ১৬.০৭.২০২৫, সকল আনুষঙ্গিকসমূহ সমেত সম্পূর্ণ ২এমবি প্রোগ্রামেবেল প্রাইমারি ডিজিটাল ড্রপ ইনসার্ট মাল্টিপ্লায়ার ইত্যাদি সরবরাহ। ৩০ সেট, ₹ ১,০৫,৬২০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-215) **প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ**

কথক কেন্দ্র, নয়া দিল্লি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কথক ডান্স
(সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সাংবিধানিক ইউনিট
ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)
২, সান মার্টিন মার্গ, চাণক্যপুরী, নয়া দিল্লি - ১১০০২১

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
শিক্ষা অধিবেশন ২০২৫-২০২৬

কথক কেন্দ্র, নয়াদিল্লি কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত কথক নৃত্য ও সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছেঃ-

ক্রম. নং.	কোর্সের নাম	সময়কাল	বয়স (৮ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত)
ক)	কথক ডান্স ক) অ্যাডভান্স কোর্স (পূর্ণকালীন)		
	১. ডিপ্লোমা (অনার্স) - ১ বছর (যোগ্যতা-ডিপ্লোমা (পাস) সফলভাবে সম্পন্ন কথক কেন্দ্র থেকে কোর্স বা সমমানের প্রশিক্ষণ)	৩ বছর	১৯-২৩ বছর
	২. ডিপ্লোমা পরবর্তী কোর্স - ১ বছর (যোগ্যতা-ডিপ্লোমা (অনার্স) সফলভাবে সম্পন্ন কথক কেন্দ্র থেকে কোর্স বা সমমানের প্রশিক্ষণ)	২ বছর	২১-২৬ বছর
	৩. রিফ্রেশার কোর্স (যোগ্যতা-ডিপ্লোমা (অনার্স) সফলভাবে সম্পন্ন কথক কেন্দ্র থেকে কোর্স/ডিপ্লোমা পরবর্তী কোর্স বা সমমানের প্রশিক্ষণ)	৬ মাস	৪০ বছরের নীচে
	৪. প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (শুধুমাত্র ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য)	১ বছর	১৯-২৩ বছর
খ)	সঙ্গীত ১. ডিপ্লোমা বিশেষ কোর্স (তবলা/পাখাওয়াজ/সারেঙ্গী/ভোকাল)- ১বছর (যোগ্যতা-তবলা/পাখাওয়াজ/সারেঙ্গী/ভোকালের ন্যূনতম এক বছরের প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে)	৩ বছর	২০-২৫ বছর

আবেদনপত্র **৮ থেকে ২৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত** **www.kathakkendra.in/admission** এর মাধ্যমে **২০০/- টাকা ফি** দিয়ে পূরণ করা যাবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে কথক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট দেখুন www.kathakkendra.in/admission অথবা ০১১-২৬৮৭৪২৫২/৫৩/৫৪ নম্বরে কল করুন।

cbc09141/12/0002/2526

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com
Statement of Audited Financial Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	**Revenue From Operations**					
	(a) Interest Income	25.06	25.24	24.34	100.54	96.45
	Total Revenue From Operations	**25.06**	**25.24**	**24.34**	**100.54**	**96.45**
II	Other Income	2.01	-	0.12	2.02	3.39
III	**Total Income**	**27.07**	**25.24**	**24.46**	**102.56**	**99.84**
IV	**Expenses**					
	(a) Finance Costs	(0.05)	0.30	0.25	0.50	1.05
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	-	-	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.31)	(0.10)	(0.38)	(0.69)	(9.76)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.80	1.81	1.69	7.65	6.97
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	3.02	2.38	3.06	10.07	11.00
	(f) Other Expenses	6.37	4.63	6.17	21.55	22.71
	Total Expenses	**10.83**	**9.02**	**10.79**	**39.08**	**40.97**
V	**Profit / (Loss) before tax (III - IV)**	**16.24**	**16.22**	**13.67**	**63.48**	**58.87**
VI	**Tax Expenses**					
	1) Current tax	16.49	-	7.45	16.49	14.83
	2) Deferred Tax	(0.44)	-	(3.07)	(0.44)	(0.14)
	Total Tax Epenses	**16.05**	**-**	**4.38**	**16.05**	**14.69**
VII	**Profit/(Loss) for the period(V-VI)**	**0.19**	**16.22**	**9.29**	**47.43**	**44.18**
VIII	Other Comprehensive Income		-		-	
IX	**Total Comprehensive Income (VII - VIII)**	**0.19**	**16.22**	**9.29**	**47.43**	**44.18**
X	Paid Up Equity Share Capital (F.V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
XI	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)					
	1) Basic	0.01	1.14	0.65	3.32	3.10
	2) Diluted	0.01	1.14	0.65	3.32	3.10

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025 (Rs. In Lakhs)

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

		31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
	ASSETS		
1	**FINANCIAL ASSETS**		
a	Cash and Cash Equivalents	24.72	1.33
b	Bank balances other than Cash and Cash Equivalents	1,281.25	1,302.50
c	Loans	120.65	87.01
d	Other Financial Assets	1.82	1.76
2	**NON FINANCIAL ASSETS**		
a	Inventories	464.29	463.60
b	Deferred Tax Assets (Net)	13.76	13.32
c	Investment Property	435.00	428.83
d	Property, Plant & Equipment	32.41	29.37
e	Other Non- Financial Assets	35.98	35.97
	Total Assets	**2,409.88**	**2,363.69**
	LIABILITIES AND EQUITY		
I	**LIABILITIES**		
1	**FINANCIAL LIABILITIES**		
a	Borrowings (Other than Debt Securities)	9.39	8.10
b	Other Financial Liabilities	0.07	0.03
2	**NON FINANCIAL LIABILITIES**		
a	Current Tax Liabilities (Net)	1.41	0.81
b	Other Non-Financial Liabilities	1.46	4.63
II	EQUITY		
a	Equity Share Capital	142.68	142.68
b	Other Equity	2,254.87	2,207.44
	Total Liabilities and Equity	**2,409.88**	**2,363.69**

Cash Flow Statement for the year ended31.03.2025

		Annual 31.03.2025	Annual 31.03.2024
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit Before Tax & Extraordinary Items	63.48	58.87
	Adjustment for :		
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	0.08	0.05
	Depreciation Expenses	10.07	11.00
	(Profit)/Loss from sale of Property, Plant and Equipment	(1.56)	(3.99)
	Interest Expenses on Loan from Bank	0.47	0.99
	Operating Profit before Working Capital Adjustment	**72.54**	**66.92**
	Changes in Working Capital		
	(Increase)/Decrease in Loans	(33.64)	(18.76)
	(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(0.06)	(0.01)
	(Increase)/Decrease in Inventories	(0.69)	(9.76)
	(Increase)/Decrease in Current Tax Asset	-	2.98
	(Increase)/Decrease in Other Non-Financial Assets	(0.01)	(14.55)
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	0.04	-
	Increase/(Decrease) in Current Tax Liabilities	0.60	0.81
	Increase/(Decrease) in Other Non-Financial Liabilities	(3.15)	1.82
	Cash Generated from Operation	**35.63**	**29.45**
	Less: Payment of Taxes	(16.49)	(14.83)
	Net cash flow from operating activities (A)	**19.14**	**14.62**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Purchase of Investments	(6.18)	(26.17)
	Purchase of Property, Plant & Equipment	(14.91)	(23.72)
	(Increase)/Decrease in Fixed Deposits	21.25	27.50
	Sale of Property, Plant & Equipment	3.36	5.81
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	(0.08)	(0.05)
	Net cash realised from Investing Activities (B)	**3.44**	**(16.63)**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Increase/(Decrease) in Borrowings	1.29	1.32
	Interest Expenses on Loan from Bank	(0.47)	(0.99)
	Net cash realised from financing activities (C)	**0.82**	**0.33**
	Net increase/(Decrease) in cash and cash equivalent	**23.40**	**(1.68)**
	Opening Cash & Cash Equivalent	1.33	3.01
	Closing Cash & Cash Equivalent	24.73	1.33
C	**CLOSING CASH & CASH EQUIVALENT**		
	Cash at Bank	0.66	-
	Cash in Hand	24.06	1.33
		24.72	**1.33**

Notes:-
1. The above Standalone Financial Results which are published in accordance with the regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 have been reviewed and recommended by Audit Committee and has been aprroved by the Board of Directors at its Meeting held on Wednesday, May 28, 2025. The Financial Results are accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Sectin 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2016, The Result have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2. The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3. No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
4. Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
5. The figures for the 3 Months ended on March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and published unaudited year to date figures upto the 9 Months of the respective financial year. which were subjected to Limited Review Report by the Auditors.
6. As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7. Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Ashok Kumar Jain
Director
DIN : 00663565

Place : Kolkata
Date : 28.05.2025

Quotation invitation Tender of Rishi Bankim chandra Gram Panchayat under Kakdwip Block, **Nit no.97/RBCGP/XVFC/ 2025 dated 28/05/2025,** Last date of dropping **05/06/25 before 1.30 PM** & Tender opening date **05/06/2025**/ in Visit Panchayat office notice Board

Sd/- Pradhan
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide **NIT No.: 9/MGP/ SBMG & XVFC /2025** (1 nos cummunity Sanitary Complex) Dated **28.05.2025**. Bid Submission Start Date (Online)- **29.05.2025 (09.00 hrs)**, Closing Date (Online): **03.06.2025 (14.00 hrs).** Bid Opening Date (Online): **05.06.2025 (14.00 hrs).** Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Golapganj Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill+ P.O. Golapganj, P.S.:- Kaliachak, Dist:- Malda

eTender Notice

eTender has been floated work under Golapganj G.P. of Kaliachak P.S, Malda, **eTender No.- 01(e)/GGP/2025-26, 27th May, 2025, 02(e)/GGP/2025-26, 27th May, 2025, 03(e)/GGP/2025-26, 27th May, 2025, 04(e)/GGP/2025-26, 27th May, 2025, 05(e)/GGP/2025-26 Dated: 27th May, 2025,** Bonafied constructors are requested to visit-**www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Golapganj Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা

ফিরদৌসি বিবি, স্বামী- এনামুল হক, সাং- ও পোঃ- কুলগাছি, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২১ সালে Book-I, 16796 নং আমমোক্তার দলিল মূলে মহঃ সায়েদ সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১৮ নং তালাই মৌজাস্থিত এল. আর. ২০৬৪ নং দাগের এল. আর. ৪৮১৪ নং খতিয়ানের মোট ২০ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

সৈয়দ মইনুল ইসলাম, পিতা- সৈয়দ গোলাম গাউস, সাং- নওদা, পোঃ- গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১০ সালে Book-IV, 289 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মাসুমা নাজনিন, ২) সামিমা নাজনিন, ৩) সাহিনা নাজনিন, ৪) সাবিনা নাজনিন, ৫) বিলকিশ বেওয়া আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৫ নং রামচন্দ্রবাটি মৌজাস্থিত এল. আর. ৮০২, ৭৯১, ৭৯৬, ৭৯২ নং দাগের এল. আর. ৪৭৩, ৮৫৩ নং খতিয়ানের সমস্ত সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ জিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the Prodhan
Bakhrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill+P.O.: Sabdalpur, PS : Baishnabnagar, Dist : Malda

eTender Notice

eTender has been floated work under Bakhrabad G.P. of Baishnabnagar P.S, Malda, **eTender No.- 01 (e) /BKB/25-26 Dated: 26th May, 2025,** & Manual Tender No.- **02/BKB/25-26 Dated: 26th May, 2025** Bonafied contructors are requested to visit-**www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Bakhrabad Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V/Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : LTG/XIV/13/25-26/128/ACL
Name of work : **Installation of LED acrylic I Love Sign Board in Bengali Language near CMDA Co-operative Housing Society at Biren Roy Road (West) area in Ward No. 128 under Borough-XIV**. Estimated Amount: **Rs. 2,40,413.00**. Earnest Money: **Rs. 4,850.00**. Period of Completion: **15 Days**. Bid opening date for technical proposal (online) : **09.06.2025 (3 p.m.)**. Last date and time of submission of bid : **09.06.2025 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025 (4 p.m.)** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer/Ltg/Zone-IV/Br-XII, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/13/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings for different areas in Ward No. 107, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 4,91,650.85**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/63/25-26
Name of work : **Improvement and renovation works with energy efficient light along the Eastern and Western Crossing Point of Kalikapur and Baghajatin ROB of EM Bypass**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,265.32**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/21/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system with LED fittings at different areas in Ward No. 105, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 4,96,174.80**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of completion of bid : **10.06.2025** up to **3 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025** from **3 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer(Electrical)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/19
Name of work : **Repairing of uttaran lighting system at 1, 19 Ananda Banerjee Road Uttaran and surrounding uttaran in Ward No.-70 under Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 1,49,699.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/57
Name of work : **Miscellaneous repairing of street lighting system at Heysham Road, JDN Road and its surrounding areas in Ward No.-70 under Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 4,71,493.00**. Earnest Money: **Rs. 9,600.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/58
Name of work : **Supply of services of electrical system for morning shift operation & routine upkeeping at 3A Dover Terrace Community Hall in Ward No.-85 under Br-VIII**. Estimate Amount: **Rs. 1,88,430.00**. Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **09.06.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). Bid opening date for technical proposal on : **09.06.2025 (6.30 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **27.05.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/38
Name of work : **Repairing of uttaran lighting system at Brace Bridge Uttaran, Khal Bari Uttaran and other uttaran areas in Wd-80**. Estimated Amount: **Rs. 1,49,752.70**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/97
Name of work : **Temporary lighting arrangement for Muharram Festival at Nimak Mahal Rd, CTP Colony, Garden Reach Rd and different places in Ward No.-80**. Estimated Amount: **Rs. 1,48,720.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **02 Days**. Last date and time of completion of bid : **10.06.2025** up to **2 p.m.** (for sl. no. 4 & 5). Tender (Technical) opening date : **10.06.2025** at **4 p.m.** (for sl. no. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 4 & 5). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (for sl. no. 4 & 5).

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :
1. NIT No. : LTG/15/EMB/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Repairing of street light arrangement at EM Bypass (from Bengal Chemical to Chingrighata) under Br-III**. Estimated Amount: **Rs. 2,48,228.10**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : LTG/82/WD-33/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Beleghata Main Road and other places in Ward No.-33**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,852.05**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : LTG/80/WD-35/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Restoration of street lighting system at Canal East Road (Beleghata Khal Pol) under Br-III**. Estimated Amount: **Rs. 1,93,074.17**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **14 Days**.
4. NIT No. : LTG/81/WD-31/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at U C Banerjee Road Kankurgachi and other places in Ward No.-31**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,005.03**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : LTG/83/WD-35/BR-III/Z-1/25-26
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at B M Road Rakhal Ghosh Lane and other places in Ward No.-35 under Br-III**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,191.47**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date & time of submission of bid : **12.06.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5).
6. NIT No. : LTG/68/WD-29/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and maintenance work of street lighting system at Narkeldanga North Road and other places in Wd No.-29**. Estimated Amount: **Rs. 2,97,602.88**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
7. NIT No. : LTG/64/WD-30/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and maintenance work of street lighting system at Narkeldanga Main Road and other places in Wd No.-30**. Estimated Amount: **Rs. 2,95,574.88**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
8. NIT No. : LTG/69/WD-34/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing and maintenance work of street lighting system at R.R.L.M Road and other places in Wd No.-34**. Estimated Amount: **Rs. 2,98,071.52**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid : **13.06.2025 (1 p.m.)** (for sl. no. 6 to 8).
9. NIT No. : LTG/75/WD-18/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement of street lighting system at Rabindra Sarani and other places in Ward No.-18**. Estimated Amount: **Rs. 2,90,022.71**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
10. NIT No. : LTG/50/WD-20/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement of street lighting system at Nimtola Ghat Street and different places in Ward No.-20 under Br-II**. Estimated Amount: **Rs. 2,97,874.45**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
11. NIT No. : LTG/73/WD-19/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Repairing & replacement of street lighting system at M. D. Road and other places in Ward No.-19**. Estimated Amount: **Rs. 2,93,519.33**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid : **16.06.2025** at **3 p.m.** (for sl. no. 9 to 11). The bid forms and other details are available on and from **31.05.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5) / **30.05.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 6 to 8) and **31.05.2025** at **3 p.m.** (for sl. no. 9 to 11). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 11).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/LTG/4/WD24/IV/Z-II/25-26 published in this Newspaper on **16.05.2025 (Key No. 232/25-26) of Lighting/Zone-II Department** of Last date and time of submission of bid (online) will be read as **17.06.2025** at **2 p.m.** instead of 27.05.2025 up to 2 p.m.

NIT No. : KMC/EE-III/29/6/25-26/US (1st call) published in this Newspaper on **26.05.2025 (Key No. 298/25-26) of Engineering (Civil)/Br-III Department** Last date and time of submission of bid will be read as **09.06.2025** at **12 noon** instead of 05.06.2025 at 12 noon. Date and time of opening of tender will be read as **11.06.2025** at **12 noon** instead of 09.06.2025 at 12 noon.

333/25-26

সুস্থতা

নিয়মিত গ্রিন টি খেলে কিডনির কার্যকারিতা ভালো থাকে

আমাদের শরীর যখন মাংস, ডাল বা কিছু নির্দিষ্ট খাবার ভাঙে, তখন তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড। সাধারণভাবে এই অ্যাসিড প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই ইউরিক অ্যাসিড যখন বেশি পরিমাণে তৈরি হয় বা ঠিকমতো নিষ্কাশিত হয় না, তখন তা জমতে থাকে শরীরে। ফলে দেখা দেয় জয়েন্টে ব্যথা, ফোলা ভাব বা অস্বস্তির মতো সমস্যা। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের স্বাভাবিক মাত্রা ৩.৫ থেকে ৭.২ মিলিগ্রাম ডেসিলিটার। এর বেশি হলে তা সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। তবে প্রাকৃতিক কিছু সহজ ঘরোয়া উপায়ে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। নিচে এমন ৬টি পানীয়ের কথা জেনে নিন, যেসব নিয়মিত খেলে উপকার মেলে।

১. **সকালে লেবু-জল** ঘরোয়াভাবে ইউরিক অ্যাসিড কমাতে দিনটা শুরু করুন লেবুর রস মেশানো এক গ্লাস গরম জল দিয়ে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড ভেঙে শরীর থেকে সহজে বের করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন সকালে অর্ধেকটা লেবুর রস এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন।

২. **হলুদ-দুধ** হলুদ মেশানো দুধ ইউরিক অ্যাসিড কমাতে দারুণ কার্যকর। হলুদের প্রধান উপাদান কারকিউমিন শরীরের প্রদাহ কমায় ও ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখে। এক গ্লাস গরম দুধে এক চিমটি হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে খেলে শরীরে এর ইতিবাচক প্রভাব টের পাবেন ধীরে ধীরে।

৩. **শসার রস** শসার রস শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে। শসার প্রায় ৯০ শতাংশই জল, যা শরীরের টক্সিন ও ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতে সাহায্য করে। পাশাপাশি শসায় পিউরিন কম থাকে, তাই এটি ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার ঝুঁকি কমায়।

৪. **তরমুজের রস** তরমুজও ইউরিক অ্যাসিড কমাতে দারুণ কাজে আসে। তরমুজ জলেতে ভরপুর, যা কিডনিকে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতে সাহায্য করে। তরমুজেও পিউরিন খুব কম। তাই সুযোগ পেলেই এক গ্লাস তরমুজের রস খেলে সতেজ থাকবেন, পাশাপাশি ইউরিক অ্যাসিড কমাতেও সহায়ক হবে।

৫. **আদা-চা** আদাচা দারুণ স্বাস্থ্যকর। আদায় আছে প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক উপাদান, যা ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে। কয়েক টুকরা তাজা আদা জলেতে সেদ্ধ করে তাতে একটু মধু মিশিয়ে চা বানান, এটি জয়েন্টের ব্যথা কমায় আর শরীরের জন্যও খুব উপকারী।

৬. **গ্রিন টিগ্রিন টি** শুধু মন শান্ত করে না, শরীরের ভেতরটাও পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড শরীর থেকে বের করতে সহায়তা করে। নিয়মিত গ্রিন টি খেলে কিডনির কার্যকারিতা ভালো থাকে।

শিল্পায়ন বিষয়ক কর্মশালা

কলকাতা, ২৯ মেঃ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর (এসএমপিকে) বৃহস্পতিবার 'নাভিক (এনএভিআইসি) সেল-১১'-এর অধীন দ্বিতীয় কর্মশালার আয়োজন করল। সেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিলভূমি, সম্পদ ও বন্দর-কেন্দ্রিক শিল্পায়ন। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন এসএমপিকে-র চেয়ারপার্সন রথেন্দ্র রামন। দেশজুড়ে বিভিন্ন বড় বন্দরের এস্টেট বিভাগের আধিকারিকরা সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে কর্মশালায় অংশ নেন। পিআইবি সূত্রে জানানো হয়েছে, চেন্নাই বন্দর কর্তৃপক্ষ, ভি. ও. চিদাম্বরনার বন্দর কর্তৃপক্ষ (তুতিকোরিন), পারাদ্বীপ বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিশাখাপত্তনম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মুম্বই বন্দর কর্তৃপক্ষ, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স ও কলকাতা ডক সিস্টেম-এর প্রতিনিধিরা কলকাতায় কর্মশালায় সরাসরি উপস্থিত ছিলেন।

দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একই এলাকার ৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু , আহত একাধিক

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ মেঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই এলাকার পাঁচজন। এছাড়াও আরো চারজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতলে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দিল্লি থেকে ট্রেনে চেপে তমলুক স্টেশনে নেমে ওই যাত্রীরা একটি অটোয় চেপে কাঁথির দিকে আসছিলেন। পথে ১১৬ বি জাতীয় সড়কে মারিশদা থানার ইরিঞ্চি ব্রিজের কাছে অটোটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মৃতরা সকলেই কাঁথি দুনম্বর ব্লকের চালতি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে দিল্লি থেকে ট্রেনে করে একদল যাত্রী তমলুক রেল স্টেশনে নামেন। তাদের জন্য কাঁথির চালতি এলাকার একটি অটো আগে থেকেই স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। যাত্রীরা নেমে ওই অটোতে চেপে কাঁথির চালতি এলাকায় ফিরছিল। ভোরের দিকে অটোটি যখন মারিশদা থানার ইরিঞ্চি ব্রিজের কাছে পৌঁছে একাধিক বাম্পার পেরেছিল সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক প্রচন্ড গতিতে অটোর পেছনে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে অটোটি উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখে ধাক্কা খায়। এর জেরে যাত্রীরা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অটোর ভেতরে আটকে পড়েন।খবর পেয়েই মারিশদা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর অটোর ভেতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। সূত্রের খবর এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই অটোর চালকসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে গুরুতর জখম অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। মারিশদা থানা সূত্রে জানা গেছে ইতিমধ্যেই ঘাতক প্রাথীকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতরা হল কাঁথির রঘুরামপুরে অটো চালক শেখ জাহাঙ্গীর আলি (৩২)। বাকী চার আত্মীয় পরিজন কাঁথির চালতি গ্রামের শেখ মতি (৪৬), তার মেয়ে মুনমুন খাতুন (১৯), ফাসানা বিবি (২৯) ও হুমেরা বিবি (৩৫)। বুধবার পাঁচ জনের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দিল্লিতে কর্মসূত্রে থাকত শেখ মতি সহ পরিবারের অন্যন্য সদস্যরা। বাড়ি ফেরার জন্য দিল্লি থেকে রওনা দেয় তারা। এদিকে কাঁথি থেকে অটো ভাড়া করে হুমেরা বিবি সহ পরিবারের দুজন সদস্য এদের আনতে তমলুকে রওনা দেয়। সেখান থেকে অটো করে ৮ জন কাঁথি উদ্দেশ্য রওনা দেন। রাত্রি ২ নাগাদ দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে হেঁড়িয়া ইরিঞ্চি বীজের কাছে একটি পণ্য বোঝাই লরি অটো পেছনে ধাক্কা মারে। অটো পাল্টি খেয়ে দুমড়ে মুছড়ে যায়। অটো চালক সহ মোট ৯জনকে উদ্ধার করে হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। দুর্ঘটনা পর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধহয়ে পড়ে।

Name Change

I,Mega Rani Mondal (Old Name) W/O–Paresh Chandra Mondal of Vill & Po-Gachha, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741154 do hereby decrale that I have changed my name from Mega Rani Mondal to Megha Rani Mondal and hencefort I shall be known as Megha Rani Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2025.My name Megha Rani Mondal & Mega Rani Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Intekab Alam (Old Name) S/O–Najir Hossin resident of Vill-Soluadanga, Po - Bejpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134, do hereby decrale that I have changed my name from Md Intekab Alam to Intekab Alam and hencefort I shall be known as Intekab Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025. My name Intekab Alam & Md Intekab Alam both are same and one identical person.

Name Change

I, Donna Maria Stiffle (old name) wife of, Mr. Glenn John Stiffle residing at 40, Golf Club Road,Tollygunge,Kolkata - 700033.have changed my name and shall henceforth be known as Donna Marie Stiffle (new name) as declared before the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at C.J.M Court at Kolkata dated 22/05/2025. Donna Maria Stiffle (old name) and Donna Marie Stiffle (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Steve Savyio Stiffle (old name) son of, Mr. Glenn John Stiffle residing at 40, Golf Club Road,Tollygunje,Kolkata - 700003.have changed my name and shall henceforth be known as Steve Savio Stiffle(new name) as declared before the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at C.J.M Court at Kolkata dated 22/05/2025. Steve Savyio Stiffle (old name) and Steve Savio Stiffle (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sandhya Biswas (Old Name), D/o. Late Mohan Biswas, resident of Arabinda Pally, Naihati(M), North 24 Parganas, Pin-743165, W.B. solemnly affirmed and declare that I have change my name and shall henceforth be known as Sandhya Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit, Date 29.05.2025. Sandhya Biswas (Old Name) and Sandhya Roy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ashok Chanak alias Asoke Chanak (Old Name) S/o Balaram Chanak Residing at Vtc - Kultala, P.o - Jharia, District- Hooghly, Pin - 712122 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Chanak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 99/2025 Dated 29-05-2025. Ashok Chanak, Asoke Chanak (Old Name) and Ashok Kumar Chanak (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Fatema Murtuza Rangwala, Fatema M Johar, Fatema Johar (Old Name) D/o Moiz Abbasbhai Residing at La Casa Greens, 9th Floor, Fl.No-9A, 9 Convent Road, Entally, P.o - Entally, District- Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Fatema Moizbhai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 97/2025 Dated 29-05-2025. Fatema Murtuza Rangwala, Fatema M Johar, Fatema Johar (Old Name) and Fatema Moizbhai (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurislam Molla (Old Name) S/o Desarat Molla Residing at Paschimpara, Jatragachi(CT), Ghuni, District- North 24 Parganas, Pin - 700157 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Noorislam Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 98/2025 Dated 29-05-2025. Nurislam Molla (Old Name) and Noorislam Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Prabha Basak (Old Name) D/o Manindra Kumar Basak W/o Gopinath Basak Residing at 24 Model Town, 161 Madhya Balia, Garia, Rajpur Sonarpur (M), District- South 24 Parganas, Pin - 700084 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Prabharani Basak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 05/2025 Dated 29-05-2025. Prabha Basak (Old Name) and Prabharani Basak (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Samina Patanwala (Old Name) W/o Qutbuddin Patanwala Residing at 38 A, Pullin Khatick Road, Tangra, District- Kolkata, Pin- 700015 West Bengal shall henceforth be known as Samina Qutbuddin Patanwala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 04/2025 Dated 29-05-2025. Samina Patanwala (Old Name) and Samina Qutbuddin Patanwala (New Name) both are same and one identical person.

চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মানিত করলো **হাইফা**

এন এন ঠাকুর,মুম্বাই, ২৯ মেঃ আমরা মানুষরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের পরে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর, আল্লা, যীশুখ্রীষ্টের স্মরণ নিলেও বাস্তবের মাটিতে তাঁদের দেখা পাই না । যাঁদের দেখা পাই তথা মনুষ্যরূপী ঈশ্বর হয়ে যাঁরা আমাদের সব সময় রক্ষা করে চলেছেন তাঁরা হলেন চিকিৎসক । অন্যদিকে একজন চিকিৎসক মানুষের কাছে দেবতুল্য হলেও তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে জুড়ে থাকেন নার্স, ওয়ার্ড বয়, অ্যাম্বুলেন্স চালক, সাফাই কর্মী ও সমাজ কর্মীরা। মুম্বাই শহরে চিকিৎসা ব্যবস্থার এইসব মানুষদের সম্মানিত করলো ''হেলথকেয়ার আইকনিক ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ''হাইফা। গত রবিবার, ২৫ মে ২০২৫, মুম্বাইয়ের তারকা খচিত হোটেল সাহারা স্টারে অনুষ্ঠিত ''হাইফার প্রথম বছরের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রাক্তন রাষ্ট্র মন্ত্রী অজয়কুমার মিশ্র। তিনি ছাড়াও ছিলেন আয়োজক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা অন্যতম কর্ণধার ডাঃ বিশ্বজিৎ মণ্ডল, চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু সেন, উদ্যোগপতি পিন্টু মণ্ডল, আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অভিনেতা রাহুল রায়, পরিচালক মহেশ

মঞ্জেকরের সহধর্মিনী মেধা মঞ্জেকর, ফিটনেস প্রশিক্ষক মিকি মেহতা প্রমুখ । প্রথম বছরের এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ১১৫ জন চিকিৎসক, ২৫ জন নার্স, ৫ জন ওয়ার্ড বয়, ৪ জন অ্যাম্বুলেন্স চালক, ১২ জন সাফাই কর্মী ও সমাজ কর্মী এবং ২টি সামাজিক সংগঠকদের তাঁদের অসামান্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তুলে দেওয়া হয় মেমেন্টো, শংসাপত্র ও স্যুভেনিয়র । সেখানেই দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয় করোনা মহামারীর সবচেয়ে কঠিন সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে তাঁদের চিকিৎসা সেবা এবং সাহস, সেবার প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্তব্য পালনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কার প্রাপকরাও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের বিস্ময়কর ঘটনার কথা তুলে ধরেন। তবে উপস্থিত দর্শকদের আকর্ষিত করেন ৯৭ বছর বয়সের চিকিৎসক ডাঃ কুমুদ প্যাটেল । অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে আয়োজক ডাঃ বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, ''ডাক্তাররা অল্প সময়ের জন্য রোগীদের দেখতে যান, অন্যদিকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা রোগীদের সাথে বেশি সময় কাটান, তাই ডাক্তারদের পাশাপাশি তাঁদেরও পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে হাইফা কেবল পুরস্কার প্রদানই নয়, বরং সমাজকে অনুপ্রাণিত করা এবং মনে করিয়ে দেওয়া যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রকৃত নায়ক হলেন ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, অ্যাম্বুলেন্স চালক, সাফাই কর্মী প্রত্যেকেই যাঁরা রোগীদের সেবা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে ছিল ফ্যাশন শো এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান । সঙ্গীত পরিবেশন করেন কেকা ঘোষাল । অনুষ্ঠান সংযোজনায় ছিলেন একতা জৈন ।

বিজেপি নেতাকে গুলি চালানোর ঘটনায় হাতে গ্রেফতার আরও এক

ভাটপাড়া, ২৯ মেঃ গত ২৮ শে আগস্ট ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় আগেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এর হাতে গ্রেফতার করা হয় ১৭ জনকে। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেঙ্গালুরু থেকে এন আই এ গ্রেপ্তার করলো মোহিত মাহাতো ওরফে সাহিল নামের এক যুবককে। প্রিয়াঙ্গু পান্ডের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় সরাসরি ভাবে তিনি অভিযোগ করেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিধায়ক তথা দমদম ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সোমনাথ শ্যামের দিকে। তিনি বলেন, তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করার চক্রান্তের পিছনে তৃণমূল বিধায়ক সরাসরি ভাবে যুক্ত রয়েছেন।

সাগর বিধানসভার অন্তর্গত মৌসুনী দ্বীপে বালিয়ারা তে প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ সংস্কারের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, ছিলেন ইরিগেশন দপ্তরের এসডিও, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে শিল্প নৈপুণ্য কর্মশালা হল উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৯ মেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের শিল্প নৈপুণ্য কর্মশালা। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে চলছে গ্রীষ্মের ছুটি, আর এই ছুটিতে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয়ের ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উলুবেড়িয়া উত্তর চক্রের ৮টি বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে কাগজ সহ বিভিন্ন ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে কিভাবে আকর্ষনীয় জিনিষ তৈরি করা যায় এবং কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের কিভাবে আকর্ষনীয় হয় তার জন্য এই কর্মশালা। বিভিন্ন রঙিন কাগজের সমন্বয়ে বিভিন্ন মনোরঞ্জন জিনিস, ফুল,ফল,সহ নানান ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা হয় তার জন্য এই কর্মশালা। কর্মশালায় প্রশিক্ষক সুদীপ্ত শ্যাম

চৌধুরী ও নিলাঞ্জনা দত্ত বলেন সর্বশিক্ষা মিশনের প্রধান লক্ষ্য হলো জয়ফুল লার্নিং বা আনন্দদায়ক শিক্ষা। সুতরাং বর্তমানে শিশুরা মোবাইল গেমে ব্যাস্ত থাকে যারফলে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় না। এই ধরনের শিল্প নৈপুণ্য কর্মশালা যদি প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে শিল্প নৈপুণ্য বিকশিত হবে এমনকি আগামী দিনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন এই ধরনের প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি, এবং এই প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাগন নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের পাশাপাশি এই ধরনের শিল্প নৈপুণ্যের কাজ হাতে কলমে শেখালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল হক,সেখ মফিজুল ইসলাম, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজ মন্ডল।

পথ ভোলা বৃদ্ধকে বাড়ি ফেরাল নববারাকপুর থানার পুলিশ

নববারাকপুর, ২৯ মেঃ আশি উর্ধ্বে বৃদ্ধ শংকর দয়াল সিংহ শিমুলতলা আগরপাড়া নিবাসি বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে কুকুরের ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে স্মৃতিভ্রংশ রোগের জন্য পথ ভুলে চলে যান নববারাকপুরে। সেখানে এক টোটোচালককে বলেন বাড়ি নিয়ে চলুন। টোটো চালক কয়েকটি অলিগলি ঘুরে যখন বৃদ্ধর বাড়ি খুজে পেলেন না। শেষে চালক বৃদ্ধ কে নিয়ে নববারাকপুর থানায় হাজির হন। বৃদ্ধ কে থানার পুলিশ আধিকারিক রা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন তিনি স্মৃতিভ্রংশ রোগের স্বীকার হয়েছেন। তারপর থানার আইসির নির্দেশে বৃদ্ধ কে মধ্যাহ্নভোজনের পরে বড় বাবু আবার জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় দেখেন জামার পকেটে তার নাম বয়স লেখা পানিহাটি সরকারি হাসপাতালের একটি টিকিট এবং আরো কিছু টুকরো কাগজ। সেগুলো থেকে উদ্ধার হয় বৃদ্ধের ঠিকানা ও ছোট ছেলের ফোন নম্বর। তারপর সকালে বৃদ্ধ র ছেলে কে খবর দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃদ্ধর পুত্র নব বারাকপুর থানায় এসে সুস্থ ভাবে বৃদ্ধ কে গাড়ি করে বাড়িতে নিয়ে যান। পুলিশের এমন তৎপর মানবিক উদ্যোগের এবং বুদ্ধিদীপ্ত কাজের প্রশংসা করলেন বৃদ্ধর ছোট ছেলে।

দ্বাদশ পাশের পর কী পড়বেন, কোথায় পড়বেন? দিশা দেখাতে টিভি৯ নেটওয়ার্কের ২ দিনের এডুকেশন এক্সপো

কলকাতা, ২৯ মেঃ দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করার পর কী নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, তা নিয়ে অনেক সময় দ্বিধায় ভোগেন পড়ুয়ারা। কোন কোর্সে কোথায় ভর্তি হবেন, তা নিয়েও সম্যক ধারণা থাকে না অনেকের। পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরাও। তাঁদের দিশা দেখাতেই টিভি৯ নেটওয়ার্কের এই এডুকেশন এক্সপো। কলকাতা, কয়েকদিন আগেই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। কেউ নিজের ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বসিত। কারও আশানুরূপ ফল হয়নি। এবার কী নিয়ে পড়বেন? কোথায় পড়বেন? চিন্তায় পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে টিভি৯ নেটওয়ার্ক আয়োজন করেছে এডুকেশন এক্সপো। যেখানে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে হাজির থাকবেন বিশেষজ্ঞরা। কলকাতা-সহ দেশের ১৫টি শহরে হচ্ছে টিভি৯ নেটওয়ার্কের এই

এডুকেশন এক্সপো। এই এডুকেশন এক্সপোতে অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য লাগবে না। কলকাতায় কবে হচ্ছে এডুকেশন এক্সপো? আগামী ৩১ মে ও ১ জুন কলকাতায় এডুকেশন এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ে বোস ইন্সস্টিটিউট (বসু বিজ্ঞান মন্দির)-এ ২ দিন ধরে এডুকেশন এক্সপো চলবে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এডুকেশন এক্সপোতে অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য লাগবে না। দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করার পর কী নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, তা নিয়ে অনেক সময় দ্বিধায় ভোগেন পড়ুয়ারা।

কোন কোর্সে কোথায় ভর্তি হবেন, তা নিয়েও সম্যক ধারণা থাকে না অনেকের। পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরাও। তাঁদের দিশা দেখাতেই টিভি৯ নেটওয়ার্কের এই এডুকেশন এক্সপো। যেখানে বিশেষজ্ঞরা নানা কোর্সের ভবিষ্যৎ পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরবেন। এমন একাধিক কোর্সের সম্পর্কে জানতে পারবেন, যেগুলি হয়তো আপনার জানা ছিল না।

এইসব কোর্স কোথায় করতে পারবেন, সেইসব তথ্যও আপনি পাবেন এই এডুকেশন এক্সপোতে। ফলে পড়ুয়াদের সামনে সুযোগ থাকছে সেরা কলেজ, সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেরিয়ার গাইডেন্স পাওয়ার। এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫,
ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com সিআইএনঃ এল৫১৯০৯ডব্লুবি১৮৯৫পিএলসি০০১০২১

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার

(০০০ টাকায়)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র					একত্রিত	
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি	আগের বছর সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি	আগের বছর সমাপ্তি
		৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
		নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে রাজস্ব	৫৪২৩.৪০	৫৫২৫.৮১	৫৫০০.৯৮	২১৯৫১.১৮	১৮৬৮২.০২	২১৯৫১.১৮	১৮৬৮২.০২
	অন্যান্য অপারেশন থেকে আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৫৪২৩.৪০	৫৫২৫.৮১	৫৫০০.৯৮	২১৯৫১.১৮	১৮৬৮২.০২	২১৯৫১.১৮	১৮৬৮২.০২
২.	ব্যয়							
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(খ) স্টক-ইন-ট্রেড ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(গ) সমাপ্ত পণ্যের তালিকার পরিবর্তন, চলমান কাজ এবং স্টক-ইন-ট্রেড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধার খরচ	৬৭৫.০০	৬৭৮.৭৯	৬৯০.০০	২৭৬০.৪০	২৯০৭.৭৬	২৭৬০.৪০	২৯০৭.৭৬
	(চ) অবচয় এবং পরিশোধন ব্যয়	১৬.৮৪	১৬.৮৪	১৬.৮৪	৬৭.৩৭	৬৭.৩৭	৬৭৩৭	৬৭.৩৭
	(ছ) অন্যান্য ব্যয়	৫৭০.৩৩	৫৯৪.৭১	৫৫৫.১১	২১৫৮.৭২	২৪৪৪.৯৭	২১৫৮.৭২	২৪৪৪.৯৭
	মোট ব্যয়	১২৬২.১৭	১২৯০.৩৪	১২৬১.৯৫	৪৯৮৬.৪৯	৫৪২০.১০	৪৯৮৬.৪৯	৫৪২০.১০
৩.	**অপারেশন থেকে লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য আয়ের আগে, অর্থ ব্যয় এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১-২)**	৪১৬১.২৩	৪২৩৫.৪৭	৪২৩৯.০৩	১৬৯৬৪.৬৯	১৩২৬১.৯২	১৬৯৬৪.৬৯	১৩২৬১.৯২
৪.	অন্যান্য আয়	২৪২৩.৩৭	৭৭১৭.২৯	৮১৭.১৪	৬১৮৩.৪৮	১৯৪৪৪.৮৪	৬১৮৩.৪৮	১৯৪৪৪.৮৪
৫.	**সাধারণ থেকে লাভ / (ক্ষতি) আর্থিক খরচের আগে কার্যকলাপ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (৩+৪)**	৬৫৮৪.৬০	১১৯৫২.৭৬	৫০৫৬.১৭	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬
৬.	আর্থিক খরচ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
৭.	**লাভ / (ক্ষতি) অর্থ থেকে ব্যয় কিন্তু ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে (৫-৬)**	৬৫৮৪.৬০	১১৯৫২.৭৬	৫০৫৬.১৭	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬
৮.	ব্যতিক্রমী আইটেম	০.০০		০.০০				
৯.	**লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কর (৭-৮) পূর্ববর্তী কার্যকলাপ**	৬৫৮৪.৬০	১১৯৫২.৭৬	৫০৫৬.১৭	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬	২৩১৪৮.১৭	৩২৭০৬.৭৬
১০	কর ব্যয়	৪২৫০.০০	৫৬৫৩.১৭	(১৪.৪৩)	৪২৩৫.৫৭	৫৬৫৭.০৯	৪২৩৫.৫৭	৫৬৫৭.০৯
ক)	বর্তমান করঃ এই বছরের জন্য	৪২৫০.০০	৫৬৫০.০০	০.০০	৪২৫০.০০	৫৬৫০.০০	৪২৫০.০০	৫৬৫০.০০
	পূর্ববর্তী বছরগুলির জন্য	০.০০	৩.১৭	(১৪.৪৩)	(১৪.৪৩)	৭.০৯	(১৪.৪৩)	৭.০৯
খ)	বিলম্বিত কর			০.০০				
১১.	**মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কার্যকলাপ কর (৯-১০)**	২৩৩৪.৬০	৬২৯৯.৫৯	৫০৭০.৬০	১৮৯১২.৬০	২৭০৪৯.৬৭	১৮৯১২.৬০	২৭০৪৯.৬৭
১২.	অসাধারণ আইটেম (কর ব্যয়ের নিট)			০.০০				
১৩.	**মোট লাভ / (ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (১১-১২)**	২৩৩৪.৬০	৬২৯৯.৫৯	৫০৭০.৬০	১৮৯১২.৬০	২৭০৪৯.৬৭	১৮৯১২.৬০	২৭০৪৯.৬৭
১৪.	সহযোগীর লাভ এবং ক্ষতির ভাগ						১৩৬২.৫৫	২৪৮৭.০২
							২০২৭৫.১৫	২৯৫৩৬.৬৯
১৫.	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(১৩৬৬৭.৭৮)	(১১০১.৯১)	(১০৬২১.৯৩)	৭৯৫৩৯.৫১	৬৫০৩৩২৫	৬১০১৭.৩৪	৭৪২৮৮.১৭
	ক (১) যেসব জিনিসপত্র লাভ বা ক্ষতির ভাগে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে না	(৯০৮৯.৫৫)	(৮৮৩.৬৫)	(১০৫২৩.৩৩)	৮২২০৪.১৪	৭৩৭৬২.৭৫	৬৩৬৮১.৯৭	৮৩০১৭.৬৭
	(২) যেসব জিনিসপত্র লাভ বা ক্ষতির ভাগে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে না তার সাথে সম্পর্কিত আয়কর							
	খ (১) যেসব জিনিসপত্র লাভ বা ক্ষতির ভাগে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে	(৪৫৭৮.২৩)	(২১৮.২৬)	(৯৮.৬০)	(২৬৬৪.৬৩)	(৮৭২৯.৫০)	(২৬৬৪.৬৩)	(৮৭২৯.৫০)
	(২) যেসব জিনিসপত্র লাভ বা ক্ষতির ভাগে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে তার সাথে সম্পর্কিত আয়কর							
১৬	**মোট ব্যাপক আয়**	(১১৩৩৩.১৮)	৫১৯৭.৬৮	(৫৫৫১.৩৩)	৯৮৪৫২.১১	৯২০৮২.৯২	৮১২৯২.৪৯	১০৩৮২৪.৮৬
১৭	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০ টাকা)	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
১৮.	রিজার্ভ বাদে মূল্যায়ন রিজার্ভ	৭২৮৭৭৯.৮৩	৬২৭৯৬৩.০৮	৬২৭৯৬৩.০৮	৭২৮৭৭৯.৮৩	৬২৭৯৬৩.০৮	৭৫৬১৫৯.৩০	৩৭২৫০২.১৭
১৯.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) মৌলিক এবং মিশ্র (টাকা)	১০.৫১	১০.৫১	৮.৪৫	৩১.৫২	৪৫.০৮	৩৩.৭৯	৪৯.২৩

দ্রষ্টব্যঃ ● উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ● বিগত বছরের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠনপুনর্গঠন করা হয়েছে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার লোহিয়া
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৬১৩১১৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৫

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ মেঃ গ্রামের মানুষ আজ ও কৃষি নির্ভর। তাই ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রালয় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যম গড়ে তুলেছে দেশের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গুলির মধ্যে দিয়ে। বৃহস্পতিবার ২৯ শে মে থেকে ১২ ই জুন এই এক পক্ষ কাল ব্যাপী সারা দেশে শুরু হয়ে গেল বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান নামে প্রায় দেড় কোটি কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভিযান। ভারতীয় কৃষি ও কৃষক মন্ত্রালয়, ব্যারাকপুরের ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আয়োজনে এক পক্ষ কাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে। বৃহস্পতিবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই ট্যাবলোর সূচনা করেন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ কে বি কের প্রধান ও সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ব্যারাকপুরের প্রিন্সিপাল বিজ্ঞানী ডঃ হেমন্ত চৌধুরী, ডঃ অজয় সাহা, ডঃ কেনিয়াল জনসন, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ মানসী চক্রবর্তী,কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর গঁরাই, কৃষি বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরদার, কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ অরিত্র সরকার, কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ দীপক কুমার রায় সহ আরো অনেকে। প্রথম দিন কুলতলি বিধানসভার গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের বনঘেরী ও মধ্য গুড়গুড়িয়ার গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মুখোমুখি হন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাদের সাথে চাষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা সমাধানের কি করনীয় তা ব্যাখা করেন। এই ১৫ দিন দেশের ৭০০ টি জেলায় দু হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক দল অংশ গ্রহন করছে এই বিকশিত সংকল্প অভিযানে।

চলছে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি, বেড়ে চলেছে ডেঙ্গুর দাপট! সতর্ক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি। তার সঙ্গে মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা। ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে আবার ডেঙ্গুর দাপট। সবমিলিয়ে যেন অতিষ্ঠ বঙ্গবাসী। যদিও প্রশাসনের দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তাই আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। গত ১৪ মে পর্যন্ত স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ১৬টি জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। প্রথম স্থানে হাওড়া। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৪। উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ১৪০ জন। তৃতীয় স্থানে হুগলি। সেখানে আক্রান্ত ১২০ জন। মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত ১১৩ জন। আক্রান্তের নিরিখে পঞ্চম স্থানে কলকাতা। সেখানে আক্রান্ত ৮২ জন। মালদা আক্রান্ত ৭৪ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৭২ জন। বাঁকুড়া মশাবাহিত রোগে ভুগছেন ৬৯ জন। নবম স্থানে নদীয়া। সেখানে ৪৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত। পূর্ব বর্ধমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৪৪ জন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি প্রতি

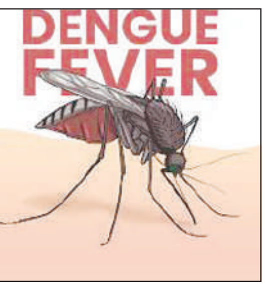

বছরই বর্ষার সময় থেকে ডেঙ্গু ছড়ায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ুতে। ডেঙ্গুর উপসর্গ বলতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, হাত-পা ব্যথা, বমি। গত মরশুমে ডেঙ্গু আক্রান্তদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায় শ্বাসকষ্ট। কারও কারও ক্ষেত্রে সমস্যা মারাত্মক আকার নিচ্ছে। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ উপসর্গই ছিল শ্বাসকষ্ট। কোভিড মারাত্মকভাবে ক্ষতি করেছিল আক্রান্তদের ফুসফুসে। এবার অবশ্য এখনও তেমন ভয়াবহ রূপ নেয়নি ডেঙ্গু। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণে নেই দাবি প্রশাসনের।

মণিপুরের 'নোনি' বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পিয়ার ব্রিজে গার্ডার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে মাইলফলক অর্জন করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২৯ মে ঃ মণিপুরের নোনি ব্রিজ নামে পরিচিত, ১৬৪ নম্বর ব্রিজে গার্ডার স্থাপনের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) একটি

উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং মাইলফলক অর্জন করেছে। নোনি ব্রিজ, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলওয়ে পিয়ার ব্রিজ হিসেবে বিবেচিত হয়, যার উচ্চতা ১৪১ মিটার, যা ১১১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জিরিবাম-ইম্ফল রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্প্রতি সেতুর শেষ স্প্যানটি সফলভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে, এই বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পের আটটি স্প্যানের নির্মান কাজ সম্পন্ন হলো। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই সাফল্য সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা কেবল একটি প্রকৌশল বিস্ময়ই নয় বরং এই অঞ্চলের পরিবহন নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগও। এই সেতুটিকে বিশ্বব্যাপী আলাদা করে তোলে এর রেকর্ড-ব্রেকিং পিয়ার - পি৩ এবং পি৪- প্রতিটি স্তম্ভ ১৪১ মিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে, যা এগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু পিয়ারে পরিণত করেছে। সেতুটিতে ১x৭১.৫ মিটার ৫x১০৬ মিটার ১x৭১.৫ মিটার ১x৩০ মিটার আকারের স্টিলের স্প্যান স্থাপন রয়েছে। সেতুটির কৌশলগত নকশা কাঠামোগত স্থিতিশীলতা এবং চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতা উভয়ই নিশ্চিত করে, যা আঞ্চলিক সংযোগ এবং উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সেতুটির গুরুত্বকে আরও জোরদার করে তোলে। এই অঞ্চলের জটিল ভূতাত্ত্বিক এবং জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তৈরি সেতুটি কঠিন পাহাড়ি ভূখণ্ড এবং গভীর উপত্যকা জুড়ে বিস্তৃত। এর সুপারস্ট্রাকচার স্থাপনের সফল সমাপ্তি ভারতের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী দলগুলির নিষ্ঠা, উদ্ভাবন এবং প্রকৌশলগত উৎকর্ষতার প্রতিফলন ঘটায়। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, অত্যাধুনিক নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে সেতুর স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। জিরিবাম থেকে খোংসাং পর্যন্ত অংশটি ইতিমধ্যেই ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়েছে। ৫৫.৩৬ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, জিরিবাম - খোংসাং অংশটিতে বর্তমানে নিয়মিতভাবে খোংসাং-এ প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের জন্য পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা পরিচালন করা হয়েছে। প্রকল্পটি আরও এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, খোংসাং - নোনি (১৮.২৫ কিমি) এবং নোনি - ইম্ফল (৩৭.০২ কিমি) অংশগুলি আগামী বছরগুলিতে চালু হওয়ার কথা রয়েছে। জিরিবাম-ইম্ফল রেলপথ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মণিপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ মে ঃ কোচবিহারের দিনহাটায় ফের আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে দিনহাটা শহর সংলগ্ন হিমঘর এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ঐ যুবকের নাম আলমগীর মিয়া (২৬) বাড়ি দিনহাটার ওকড়াবাড়ি এলাকায়। বৃহস্পতিবার ওই যুবককে আদালতে তোলা হয়। গতকাল রাতে ওকরাবাড়ি এলাকার যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দিনহাটা শহর সংলগ্ন হিমঘর এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিনহাটা থালার পুলিশ জায়গাটি ঘিরে ফেলে ওই যুবককে আটক করেন। তার কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল উদ্ধার হয়। কি কারনে যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল ইতিমধ্যে সে বিষয়ে তদন্তে নেমেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। ড প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছুদিন আগে দিনহাটার ভেটাগুড়ির মহাকাল ধাম এলাকা থেকে এক যুবককে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। বিধানসভা নির্বাচনে এখনো বাকি এক বছর। এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় ব্যাপক সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা যার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রয়েছে দিনহাটার নাম।

ডেমু কার শেডে নন-কোর কার্যকলাপের আউটসোর্সিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২/এমইসিএইচ/ডিইএমইউ/এসজিইউজে/কেআইআর/এমএএনপিওডব্লিউইআর/২৫-২৬, তারিখ: ২৩-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম ঃ** শিলিগুড়ি জংশনের ডেমু কার শেডের নন-কোর কার্যক্রমের আউটসোর্সিং ০২ (দুই) বছরের জন্য। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬২,৪৮,৬৪৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৩১,২৫০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৮:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১২-০৬-২০২৫** তারিখে **১৮:৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ নথি **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই/ডি, শিলিগুড়ি জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৭৫, তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩০০-আর১। কাজের নাম ঃ** "এইএন/বর্ধমানের অধীনে খানা ও শক্তিগড় স্টেশনে স্ট্যান্ডবাই বোরিং সহ ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট সমেত কামনারা, খেতিয়া, চামারদিগি, কর্জনা গ্রাম, আমারুন-এ গভীর নলকূপ (২০০ মিমি x১৫০কিমি)-র ব্যবস্থা"-র কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পাম্প-মোটর সেট স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৮৮,৯৯১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৯-আর। কাজের নাম ঃ** (১) "গার্ড/লোকো পাইলটদের রানিং রুম-এর সঙ্গে সমান সুবিধাযুক্ত হাওড়াতে টিটিই রেস্ট রুমের সুবিধার বন্দোবস্ত" করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক স্বাভাবিক কাজ।" (২) "দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টাফ রানিং-এর জন্য হাওড়া স্টেশনের (নতুন ও পুরোনো উভয় কমপ্লেক্স-এ) তিনটি টিটিই রেস্ট রুমে ড্রাইভার/গার্ডদের রানিং রুমের সমতুল সুবিধার ব্যবস্থা করা"র প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭০,৩০,১৯৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৪০,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-109/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

(CIN : L65993WB1974PLC157598)

রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যাম্যাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,

ই-মেইলঃ **kilgroup2010@gmail.com**

ওয়েবসাইটঃ **www.kabirdasinvestmentslimited.com**

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ২০২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ পরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে রাজস্ব	৯.৩২	৮.৪৪	৭.১১	৪১.৩২	৩৩.৭২
২	অন্যান্য আয়	০.৩৩	-	-	০.৩৩	-
৩.	মোট আয়	৯.৬৫	৮.৪৪	৭.১১	৪১.৬৫	৩৩.৭২
৪.	মোট পরিচালন ব্যয়	৫১.৩৮	৪৭.৫৩	৪৩.৮৩	১৯৩.১৯	১২৭.৪৫
৫	মেয়াদের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৪১.৭৩)	(৩৯.০৯)	(৩৬.৭২)	(১৫১.৫৩)	(৯৩.৭৪)
৬	মেয়াদের জন্য নিট লাভ (করের আগে এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১০২.৬০)	(৩৯.১১)	(৫৫.৩১)	(২১২.৪৬)	(১১২.৩৬)
৭	বছরসময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (যার মধ্যে রয়েছে লাভ/ ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী)	(২৩১.৪৭)	(১৭৬.০০)	১৪৪.৪০	১৩০৫.৭৭	১২৩৪.৪৯
৮	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি১/-টাকা)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯	অন্যান্য ইক্যুইটি				৩৬১৯.৯৯	২৫২১.৬৬
১০	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল	(২.৫৯)	(০.৯৯)	(১.৪০)	(৫.৩৭)	(২.৮৪)
	মিশ্র	(২.৫৯)	(০.৯৯)	(১.৪০)	(৫.৩৭)	(২.৮৪)

কোম্পানির কোন ব্যতিক্রমী এবং অসাধারন আইটেম নেই।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ২০২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৯.৩২	৮.৪৪	৭.১১	৪১.৩২	৩৩.৭২
২	কর পূর্বে লাভ	(৪১.৭৩)	(৩৯.০৯)	(৩৬.৭২)	(১৫১.৫৩)	(৯৩.৭৪)
৩.	করের পর লাভ	(১০৫.৬১)	(৩৯.০৯)	(৫৫.২৩)	(২১৫.৪১)	(১১২.২৫)
৪.	মোট ব্যাপক ব্যয়	(২১৮.৩৪)	(১২৯১.০৮)	১৪৪.৪০	১৭.৭৬	১২৩৪.৪৯

দ্রষ্টব্য

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস MSE এর ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kabirdasinvestments.com) এ পাওয়া যাবে।

২. ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানি / গ্রুপের আর্থিক ফলাফল, অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৮ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে।

৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডালোন এবং একীভূত) এর উপর অ-সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
জুবিন দীপক মেহতা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN : 06558255

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৫

দিঘা-বকখালিতে নাগাড়ে মাইকে প্রচার, দুর্যোগের শঙ্কায় বঙ্গের উপকূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ মেঘলা আকাশ, সঙ্গে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। উত্তাল হয়ে উঠেছে দিঘার সমুদ্র, আতঙ্কে সুন্দরবনের বাসিন্দারাও। উত্তাল পরিস্থিতি সাগরের। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে নাগাড়ে মাইকে প্রচার চলছে, সচেতনতার জন্য। নিম্নচাপের জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে দিঘার সমুদ্র। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে বুধবারই দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান এক পর্যটক। পরে নুলিয়ারা জলে নেমে তাঁকে উদ্ধার করেন। নিম্নচাপের কারণে সুন্দরবন ও দিঘার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা গেছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতেও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি। নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ বাড়তে পারে।

অটো ও লরির সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৯ মে ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। বুধবার ভোররাতে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে ইরিঞ্চি ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি যাত্রীবাহী অটো ও একটি দ্রুতগতির লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। আহত আরও ২ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছে তিনজন মহিলা ও এক শিশু। ঘটনায় শোকস্তব্ধ কাঁথির চালতি গ্রাম। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিল্লি থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন চালতি গ্রামের আটজন বাসিন্দা। সকলেই একই অটোতে করে কাঁথির দিকে আসছিলেন। সেই সময় ইরিঞ্চি ব্রিজের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরি আরও একটি লরিকে ওভারটেক করতে গিয়ে যাত্রীবাহী অটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। আহত তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গে কাঁথি ও তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তমলুকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এক শিশুর এবং কাঁথি হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও এক যাত্রীর। ঘটনার পর কাঁথি মহকুমা পুলিস আধিকারিক দিবাকর দাসের নেতৃত্বে খেজুরি ও মারিশদা থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিস ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে। জানা গেছে, মৃত ও আহতদের সকলেই চালতি গ্রামের বাসিন্দা এবং আত্মীয়। গ্রামের একসঙ্গে ছয়জনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঈদের আনন্দ নিমেষে পরিণত হয়েছে শোকযাত্রায়।

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **NIT-06/JARAGRAM/25-26.** Last date of apply **07.06.2025 at 5:00 pm** . For more details contact Jaragram GP

Sd/-
Prodhan,
Jaragram GP

NOTICE INVITING TENDER

Memo No - 051/Maji/15thCFC/UnTied/2025

E -tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **09/06/2025 upto 12:00PM,** For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

Office of the Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah

Memo No: 359/PS Dated- 29/05/2025

CORRIGENDUM NOTICE

It is informed that due to slot booking in **https://wbtenders.gov.in.** portal the critical Dates and Times of **NIET No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-04/EO/25-26, Dated-29/05/2025** are as follows.

Description	Previous Date and Time	Present Date and Time
Bid Submission Close Date	**05.06.2025, 06.00 PM**	**09.06.2025, 06.00 PM**
Bid Opening Date (Technical)	**09.06.2025, 12.00 PM**	**12.06.2025, 12.00 PM**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.25 Audited	Quarter Ended 31.12.24 Unaudited	Quarter Ended 31.03.24 Audited	Year Ended 31.03.25 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited
1	Total Income from Operations	14.58	13.79	6.43	29.85	6.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	21.05	4.06	3.78	22.09	(5.63)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	21.05	4.06	(3.96)	22.09	(13.37)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	18.58	4.06	(3.96)	19.62	(13.37)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	18.58	4.06	(3.88)	19.62	(13.29)
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.59	0.13	(0.13)	0.62	(0.43)

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.

2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on May 28, 2025.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Mr. Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 28.05.2025

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B. **CIN:L65910WB1984PLC098684**
EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.25 Audited	Quarter Ended 31.12.24 Unaudited	Quarter Ended 31.03.24 Audited	Year Ended 31.03.25 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited
1	Total Income from Operations	21.39	20.75	22.29	92.89	87.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.86	(7.11)	7.10	(29.70)	(10.96)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.86	(7.11)	7.10	(29.70)	(10.96)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.74	(6.89)	3.52	(30.17)	(13.09)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.08	(20.46)	3.52	(25.53)	(12.48)
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.09	(0.05)	0.03	(0.23)	(0.10)

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th May, 2025.

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Rajeev Kothari
Director
DIN: 00147196

Place : Kolkata
Dated : 28.05.2025

e- Tender invitation of Srinagar Gram Panchayat under Kakdwip Block, Memo no.170/SN/2025 , dated 29/05/25, **Nit no. SNGP/NIT/-03(e) /2025 -26** Publishing dated **29/05/2025** , Last date of your submission **05/06/25 before 14.00 PM** & Opening date,**09/06/2025 in** website. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Srinagar Gram Panchayat

Tenkaraipur balumati GRAM PANCHAYAT

Raninagar – 1 Dev. Block
P.O. – Tenkaraipur P.S. – Islampur
Dist. – Murshidabad
Telephone No. : 03481-236101 e-mail Id. : tenkaraipurbalumatigp@gmail.com

e-Tender No. 04/TBGP/15TH CFC/2025-26 e-Tender No. 04/TBGP/15TH CFC/2025-26 is invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 08 (Eight) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **29/05/2025 to 12/06/2025.**
N.B : Details may be obtained from **https://wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.

Pradhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

E-TENDER are hereby invited by the Pradhan, Bhalubasa Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various schemes of 15th FC Fund. **e-TENDER No:- eNIT No. 02/2025-26/BhaGP dated-28/05/2025** under 15th FC Fund. Last Date of Submission of Bid (Online) **06/06/2025 upto 4.30 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online) **09/06/2025 after 10.30 AM.** DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD.

Sd/- Pradhan
Bhalubasa Gram Panchayat

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-06/Sub/II of 2025-26** for 01(One)No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **05.06.2025.** Last date of receiving tender paper-**09.06.2025.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT

Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(i)459(1)/HGP/2025
NIeT No. (1) NIeT No.03/(25-26)

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho- o-parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. **Source of Fund: XVCFC TIED & SBMG-II (25-26)**. Work Completion Period: **30 Days.** From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) on **28/05/2025 at 06:00 PM.** E-Tender document download starting from **29/05/2025 at 10:30 AM**. Last date of submission of Technical bid on **05/06/2025 at 1:30 PM**. And Opening on **07/06/2025 at 2:00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY

Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- . WB/HWH/UNPUR/NIET-04/EO/25-26 Dt- 29/05/2025 for 04 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender **ID-2025_ZPHD_855308_1 to 2025_ZPHD_855308_4 Corrigendum Notice, Dt-29/05/2025.**
Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ২বি গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১২

CIN No: L65999WB1992PLC055224 ইমেল আইডিঃ **rfsl.nbfc@gmail.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.rfsl.co.in**

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ২০২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১৭২.৩৯	১১২.২৭	৬৬.৬৯	৪৩৭.৩৩	১৮৩.০৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম#)	১০.৬৫	০.৬৮	৩৩.৯৬	১৩.৫০	৮৩.৯০
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	১০.৬৫	০.৬৮	৩৩.৯৬	১৩.৫০	৮৩.৯০
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	১০.৬৫	০.৬৮	৩৩.৯৬	১২.৫৪	৬৪.৭৮
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সম্মেলিত [লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১০.৬৫	০.৬৮	৩৩.৯৬	১২.৫৪	৬৪.৭৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৫০.০২	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৭৫০.০২	৩৭৫.০১
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	৯১.৮১	৯১.৮১	৪৮৪.২৭	৯১.৮১	৪৮৪.২৭
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি টাকা) (চলমান এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন) ১.মূল	০.১৪	০.০২	০.৯১	০.১৭	১.৭৩
	২.মিশ্র	০.১৪	০.০২	০.৯১	০.১৭	১.৭৩

দ্রষ্টব্য

ক. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইটে https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/d4b162c6-8a8d-4212-91a6-e68c6a1d9602.pdf এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে https://rfsl.co.in/RFSL_OutcomeOfMeeting_28052025.pdf পাওয়া যাবে।

খ. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নিট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব একটি পাদটীকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

গ. #- ইন্ড-এএস নিয়ম / এএস নিয়ম অনুসারে, যেটি প্রযোজ্য, লাভ-ক্ষতির বিবরণীতে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি সমন্বয় করা হয়েছে।

ঘ. নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে আর্থিক ফলাফলগুলি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা।-
ভাদাসেরিল চাকো জর্জেকুটি
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09194854

স্থানঃ কোচি
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), Borough-V, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/V/037/03/2025-2026

Name of the work: **Restoration of passage & footpath at 25 Kartick Bose Street and other adjacent areas in Ward No. 037 under Borough V.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,13,575.87.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **14.06.2025 - 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **16.06.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.05.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/06/2025-2026

Name of the work: **Renovation of store room converted to Councillor Office at 134, Akhil Mistry Lane in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,97,246.73.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/08/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Maintenance of Uttaran Privy at 3, Scott Ln, 28, J.M.M. Row etc, in Ward No. 49, BR-V.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,96,330.05.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/05/2025-2026

Name of the work: **Repairing of Paver Block Footpath at 70, 96, Rabindra Sarani in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,21,019.04.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/03/2025-2026

Name of the work: **Repairing of Cobble Stone Footpath at 5, Council House Street and adjacent places etc, in Ward No. 045.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **3,16,331.69.** Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/01/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Repairing of Uttaran Passages at 145B C.R. Avenue, 16 Rajendra Mallick St and adjacent slum areas in Ward No. 041 under BR-V.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,99,947.48.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion **30 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/03/2025-2026

Name of the work: **Repairing of Stone Sets Pavement at Ramlochan Mullick St & other places in Ward No. 041.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,85,983.21.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion **30 Days.**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/04/2025-2026

Name of the work: **Repairing of I.P.S. Footpath at Chitpur Spur (Northern Portion) and surrounding area etc in Ward No. 041.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **2,96,705.95.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **11.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 2 & 3), 10.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 4 to 8).** Date and time of opening of Tender: **13.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 2 & 3), 12.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 4 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 2 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 2 to 8).**

The Executive Engineer (C), Borough-VII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:-

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/POTHOLES/25-26 (2nd Call)

Name of the work: **Urgent repairing of potholes & road in Ward No. 65, BR-VII.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): ₹ **4,75,000.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **11.06.2025 - up to 2 p.m.** Tender will be opened on: **13.06.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.05.2025 (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/004/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of IP passages at 54, T. G. Rd, 13, Bowali Mondal Rd, 17, C. M. Lane etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost: (incl. GST & CESS) ₹ **3,99,875.75.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/003/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of Uttaran Privies at 43, 54, T. G. Rd, 13, Bowali Mondal Rd. (Kalia Colony), 17, C. M. Lane etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost: (incl. GST & CESS): ₹ **4,74,747.35.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/001/2025-2026/R

Name of the work: **Supplying of labour for sewer cleansing work at different places in Ward No. 88.** Estimated Cost: (incl. GST & CESS): ₹ **3,99,111.60.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/007/2025-2026/R

Name of the work: **Development of sanitary latrine at 94, 106, T. G. Road, 13, B. M. Road, etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost: (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,125.05.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/005/2025-2026/R

Name of the work: **Renovation of I. P. Passage at 99/1B/1A, 54, T. G. Road, etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost: (incl. GST & CESS): ₹ **3,99,937.09.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **12.06.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5).** Date of opening of tender: **14.06.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **31.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/XIII/115/09/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Maint. of Sewer Line adjuncts at Bye Lane of Panchanantala Rd., Naskar Para Rd., Hafiz Md. Ishaque Rd., Banamali Banerjee Rd., T.M.G. Rd., etc., and surface Drain Line at T.M.G. Rd. in Ward No. 115, BR.-XIII.** Work Value: ₹ **2,79,422.31.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/116/04/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of Sewer adjuncts at entire Kumar Garden and Green Park Area in Wad No. 116.** Work Value: ₹ **2,89,099.90.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **60 Days (for Sl. No. 1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid : **10.06.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **12.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

335/25-26

চার দশকের অপেক্ষার অবসান

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ডেকাথলনে রুপো জয় তেজস্বিনের

গুমি, ২৯ মেঃ গুমি, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৮ মে, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তেজস্বিন শঙ্কর ভারতের চার দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ডেকাথলনে একটি অসাধারণ রুপো পদক জয় করেছেন। ৭,৬১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিনি চীনের ফেই শিয়াং-এর থেকে মাত্র ১৬ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জাপানের কেইসুকে ওকুদা ব্রোঞ্জ পান। এই পদক ভারতের এই চ্যাম্পিয়নশিপে সপ্তম পদক এবং তেজস্বিনের এই কৃতিত্ব তাকে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের একজন পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুমির পুরুষদের ডেকাথলন ছিল একটি রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনের পাঁচটি ইভেন্টের পর তেজস্বিন শীর্ষে ছিলেন এবং শেষ দুটি ইভেন্টে প্রবেশের সময় তিনি মাত্র তিন পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন। জ্যাভেলিনে তার প্রথম প্রচেষ্টায় ফাউল হওয়ায় তিনি মূল্যবান পয়েন্ট হারান এবং তৃতীয় স্থানে নেমে যান। শেষ ইভেন্ট ১,৫০০ মিটারে সোনার জন্য তাকে ফেই শিয়াং-এর চেয়ে কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড এগিয়ে থাকতে

হতো। তেজস্বিন পুরো শক্তি দিয়ে দৌড়ালেন, সাত সেকেন্ডের লিড নিয়ে সময় নথিভুক্ত করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে সোনা হাতছাড়া হয়। তিনি বলেন, ''আমি সোনার জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে হেরেছি, এটাই ছিল সোনা এবং রুপোর মধ্যে পার্থক্য। ষোলো পয়েন্ট... তিন সেকেন্ড।'' তিনি গর্বের সঙ্গে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন তার স্থিতিস্থাপকতার প্রশংসা করে এই পারফরম্যান্সকে 'ভারতীয় মাল্টি-ইভেন্টারদের জন্য নতুন মানদণ্ড' হিসেবে অভিহিত করেছে। গুমিতে তার রুপো এখন তাকে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি ডেকাথলন পদক জয়ী প্রথম ভারতীয় করে তুলেছে। তেজস্বিনের এই কৃতিত্ব ভারতের এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রতীক। ২০২৫ সালের এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত মিশ্র ৪x৪০০ মিটার রিলে, ট্রিপল জাম্প এবং মহিলাদের ৪০০ মিটারে পদক জিতেছে। তেজস্বিনের পদক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিন ইভেন্টে এসেছে, যা বহুমুখিতা, সহনশীলতা এবং মানসিক দৃঢ়তার দাবি রাখে। তার সাফল্য নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের কম পরিচিত শাখায় অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করছে। ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, তেজস্বিনের মতো ক্রীড়াবিদরা ট্র্যাক এবং ফিল্ডে ভারতের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন।

অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে

ভারতের গ্রুপেই রয়েছে কাতার, বাহারিন, ব্রুনেই

কুয়ালালামপুর, ২৯ মেঃ ২০২৫ সালের এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে কঠিন প্রতিপক্ষদের মোকাবিলা করতে হবে ভারতকে। বৃহস্পতিবার তথা ২৯ মে কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ড্র অনুষ্ঠানে ভারতের নাম গ্রুপ এইচে ঘোষণা করা হয়। ভারতের সঙ্গে এই গ্রুপে রয়েছে স্বাগতিক কাতার, বাহারিন এবং ব্রুনেই। গ্রুপ এইচের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের ১ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাতারে। আয়োজক হিসেবে কাতার এই গ্রুপের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কধারী দল এবং শক্তির বিচারে অন্যতম প্রতিপক্ষ। বাহরাইন এবং ব্রুনেই তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনও দলই চমক দেখাতে পারে - সেই বাস্তবতাও ভুলে গেলে চলবে না। ভারতীয় অনূর্ধ্ব-২৩ দলের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা নতুন কোচ হিসেবে নৌসাদ মুসাকে নিয়োগ করেছে। তিনি ১ জুন থেকে দায়িত্ব নেবেন এবং সেদিনই কলকাতায় শুরু হবে জাতীয় দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প। এরপর জুনের মাঝামাঝি দলটি তাজিকিস্তানে পাড়ি দেবে, যেখানে তারা দুটি আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে - একটি তাজিকিস্তানের বিপক্ষে (১৮ জুন) এবং অন্যটি কিরগিজ রিপাবলিকের বিপক্ষে (২১ জুন)। এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর মাধ্যমে মূল বাছাইপর্বের আগে দলের খেলা এবং সমন্বয় যাচাই করার সুযোগ পাবেন কোচ ও স্টাফরা। ফেডারেশন জানিয়েছে, আগামী মাসগুলোতে সবগুলো ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো কাজে লাগিয়ে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে প্রস্তুত রাখা হবে। এই উদ্যোগ ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এবারের বাছাইপর্বে মোট ৪৪টি দল অংশ নিচ্ছে। এগুলোকে ১১টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে - প্রতিটি গ্রুপে চারটি করে দল। গ্রুপ সেরা ১১টি দল এবং সেরা চারটি রানার্স-আপ দল, আয়োজক সৌদি আরবকে নিয়ে মোট ১৬টি দল খেলবে মূল টুর্নামেন্টে, যা অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে। এই প্রতিযোগিতার জন্য ড্র-র বীজ বাছাই করা হয়েছিল আগের তিনটি আসরের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নির্ধারিত এক পয়েন্ট সিস্টেম অনুসারে। ভারত ছিল পট ৩-এ, যার ফলে তুলনামূলক শক্তিশালী দলের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল বেশি। শেষ পর্যন্ত কাতার ও বাহরাইনের মতো প্রতিপক্ষ পাওয়ায় সেই আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। এইচ গ্রুপে কাতার ছাড়াও বাহরাইন একটি সুসংগঠিত দল। ২০২৪ সালেও বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স করেছে। অন্যদিকে, ব্রুনেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও তাদের হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলকেও সম্প্রতি তেমন কোনও বড় আন্তর্জাতিক সাফল্য এনে দিতে দেখা যায়নি, ফলে গ্রুপ পর্ব থেকে মূলপর্বে উঠতে হলে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য এই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্সের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে। যদি অনূর্ধ্ব-২৩ দল শক্তিশালী দলগুলোর সঙ্গে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং মূলপর্বে জায়গা করে নিতে পারে, তাহলে সেটি সিনিয়র জাতীয় দলের জন্যও একটি বড় বার্তা হবে। এখন দেখার বিষয়, নতুন কোচ নৌসাদ মুসা কতটা কার্যকরী প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং দলের মানসিকতা ও কৌশলগত দিক কতটা উন্নত করতে পারেন এই অল্প সময়ে।

ইংল্যান্ড সফর থেকে আইয়ারের বাদ পড়ায় গম্ভীরের 'বিস্ফোরক' প্রতিক্রিয়া!

নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর সম্প্রতি শ্রেয়াস আইয়ারের আসন্ন ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেখানে শ্রেয়াস আইয়ারের নাম দলে স্থান পায়নি। সম্প্রতি ওডিআই ফরম্যাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিজয়ী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও, শ্রেয়াসকে এই সিরিজের জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের এই ব্যাটসম্যান সম্প্রতি আইপিএল-এ পাঞ্জাব কিংসের হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে সকলের নজর কেড়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ ফর্মের পরেও টেস্ট দলে তাঁর বাদ পড়া ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে, ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এই বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন বুধবার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি শ্রেয়াসের টেস্ট দলে না থাকার বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হন। গম্ভীর এই প্রশ্নের উত্তরে একটি দুর্দান্ত এক-লাইনার দিয়ে বিষয়টিকে সরলভাবে এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, ''মেন সিলেক্টর নহি হুঁ (আমি নির্বাচক নই)''। অন্যদিকে, বিসিসিআই নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন ভারতীয় পেসার অজিত আগরকর এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রেয়াসের বাদ পড়ার কারণ স্পষ্ট করেন। আগরকর বলেন, ''শ্রেয়াস ওডিআই সিরিজে ভালো খেলেছে, ঘরোয়া

ক্রিকেটেও ভালো পারফর্ম করেছে, কিন্তু বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর জন্য জায়গা নেই।'' তিনি আরও জানান যে টেস্ট দলের বর্তমান গঠন এবং প্রতিযোগিতার কারণে শ্রেয়াসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শ্রেয়াস আইয়ার তাঁর শক্তিশালী ব্যাটিং শৈলীর জন্য পরিচিত। তিনি গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে শেষবার খেলেছিলেন। সেই সিরিজে তিনি চার ইনিংসে মাত্র ১০৬ রান করতে পারেন, যার গড় ছিল ২৬। এই পারফরম্যান্সের পর তাঁকে টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে, ওডিআই এবং আইপিএল-এ তাঁর ধারাবাহিকতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী তাঁকে আবারও আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছে। শ্রেয়াসের বাদ পড়া নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছেন যে তাঁর বর্তমান ফর্মের কারণে তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আবার কেউ কেউ নির্বাচকদের সিদ্ধান্তের পক্ষে। গম্ভীরের এক-লাইনার এবং আগরকরের ব্যাখ্যা এই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে।

রণক্ষেত্র মীরপুরের বাইশ গজ!

মীরপুর, ২৯ মেঃ ক্রিকেটের ময়দানে স্লেজিং নতুন কোনও বিষয় নয়। ব্যাটসম্যান ছক্কা হাঁকিয়ে বোলারকে কিছু বললেন, আবার বোলার আউট করে ব্যাটসম্যানকে ঠেস মেরে কোনও মন্তব্য করলেন-এহেন দৃশ্য বাইশ গজে আকছার দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে দু'পক্ষই মাথা গরম করে একে অন্যের দিকে তেড়ে যাবে, মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করবে-এমন ছবি বিরল। গতকাল যার সাক্ষী থাকল মীরপুর। যুযুধান বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা। উপলক্ষ্য চার দিনের ম্যাচ। যার দ্বিতীয় দিনে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার অফস্পিনার শেপো এন্টুলি ও বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান রিপন মণ্ডল। পরিস্থিতি এতটাই লাগামছাড়া হয়ে যায়, যে আম্পায়ারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। দু'দলের খেলোয়াড়রাও এগিয়ে এসে দুজনকে সরিয়ে দেন। কিন্তু তর্কাতর্কি কমে না।

মেসি-সুয়ারেজের জোড়া গোল, জয়ে ফিরল মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২৯ মেঃ মেজর লিগ সকারে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে সিএফ মন্ট্রিয়লকে ৪-২ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। দুটি করে গোল করার পাশাপাশি একটি করে গোলে সহায়তা করেন মেসি ও সুয়ারেজ। দুজনেরই সেই অ্যাসিস্ট ছিল দর্শনীয়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আগের আট ম্যাচের মধ্যে মায়ামির জয় ছিল স্রেফ একটি। এই জয়ে লিগে টানা চার ম্যাচের জয়হীন ধারাও শেষ করতে পারল তারা। এই ম্যাচের আগে গোটা মরসুমে লিগে সুয়ারেজের গোল ছিল স্রেফ দুটি। তার ছন্দে ফেরাও মায়ামির জন্য বড় স্বস্তি। মায়ামির মাঠে এই ম্যাচে গোলের কাছাকাছি প্রথম যায় অবশ্য মন্ট্রিয়ল। অষ্টম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ন্যাথান সালিবার বাঁকানো শট অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। মেসি অবশ্য বাইরে পাঠাননি। ২৭তম মিনিটে সের্হিও বুসকেতসের কাছ থেকে বল পেয়ে একটু এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে গড়ানো কোনাকুনি শট নেন দুই ডিফেন্ডারের পাশ দিয়ে। বল পোস্টে লেগে জড়িয়ে যায় জালে। ৩০তম মিনিটে গোল শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ হারায় মন্ট্রিয়ল। গোলকিপার সামনে একা থাকলেও ভলিতে গোল করতে পারেননি জ্যাকোবো ভ্রিওনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আলবেনিয়ার এই ফরোয়ার্ডের শটই একটুর জন্য বাইরে চলে যায়। ৫৯তম মিনিটে মাঝমাঠের একটু ওপর থেকে জাদুকরী এক পাস দেন মেসি। তাদেও আইয়েন্দে বল ধরে বক্সের ভেতর এগিয়ে দূরের পোস্টে শট নিলেও একটু বাইরে দিয়ে চলে

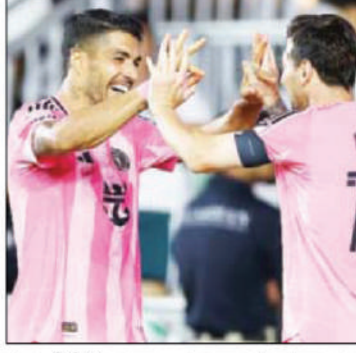

যায়। মিনিট চারেক পর সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি মেসি নিজেও। ৬৮তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দান্তের সিলির গতিময় শট ফিরিয়ে দেন মায়ামির গোলকিপার অস্কার উস্তারি। ফিরতি বলে কাছ থেকে শট নেন মন্ট্রিয়লের একজন। এবার পা দিয়ে ঠেকান উস্তারি। পরমুহূর্তেই পাল্টা আক্রমণে বক্সের ভেতর একজনকে এড়িয়ে দুই ডিফেন্ডারের পাশ দিয়ে মেসি দারুণভাবে বল দেন সুয়ারেজকে। ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা ফরোয়ার্ড গোল করেন নিখুঁত ফিনিশিংয়ে। সুয়ারেজের ক্যারিয়ারের ৫০০তম গোল এটি। এটির আগে সবশেষ গোল করেছিলেন তিনি গত ৩ মে। মিনিট তিনেক পরই মন্ট্রিয়লের ডিফেন্ডার জর্জ ক্যাম্পবেলের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে আরও এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। মন্ট্রিয়ল অবশ্য লড়াই চালিয়ে যায়। ৭৪তম মিনিটে বক্সের ভেতর জটলার মধ্য থেকে মায়ামির দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে দারুণ দক্ষতায় গোল করেন সিলি। তবে তাদেরকে ম্যাচে ফিরতে দেননি মেসি। ৮৭তম মিনিটে সুয়ারেজের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে মন্ট্রিয়লের রক্ষণভাগকে বিভ্রান্ত করে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে যান মায়ামি অধিনায়ক। ঠাণ্ডা মাথায় গোলকিপারের ওপর দিয়ে আলতো চিপ করে দলের চতুর্থ আর নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। যোগ করা সময়ে মন্ট্রিয়ল আরেকটি গোল ফিরিয়ে দেয় বটে। তবে তা কেবল ব্যবধান একটু কমায়। ম্যাচে আর উত্তেজনা ফেরেনি। ১৫ ম্যাচে সাত জয় আর তিন পরাজয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ছয়ে আছে মায়ামি। ১৬ ম্যাচে স্রেফ এক জয় আর পাঁচ ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে মন্ট্রিয়ল।

চলতি বছরেই ভারত সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা, জানাল বিসিসিআই

মুম্বই, ২৯ মেঃ চলতি বছরেই ভারত সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই দুই দেশের সফরের তারিখ ঘোষণা করেছে। বোর্ড জানিয়েছে সেপ্টেম্বরে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। পাশাপাশি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার পুরুষদের 'এ' দল ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের এবং সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলবে। এর পর, দক্ষিণ আফ্রিকার 'এ' দল অক্টোবর-নভেম্বরে ভারত সফর করবে। ভারতীয় 'এ' দল অস্ট্রেলিয়া 'এ' এবং দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে মোট ১০টি ম্যাচ খেলবে। এতে চারটি চার দিনের ম্যাচ এবং ছয়টি সীমিত ওভারের ম্যাচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের ভারত সফর

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল তিন ম্যাচের একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজের জন্য ভারত সফর করবে। যা ২০২৫ সালের আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই তিনটি ম্যাচ চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ১৪, ১৭ ও ২০ সেপ্টেম্বর।

অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের 'এ' দলের ভারত সফর

অস্ট্রেলিয়ার পুরুষদের 'এ' দল দু'টি চার দিনের এবং তিনটি সীমিত ওভারের ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারত সফর করবে। এই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ লখনউয়ে অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। বাকি তিন ম্যাচ কানপুরে অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩ ও ৫ অক্টোবর।

দক্ষিণ আফ্রিকা পুরুষদের 'এ' দলের ভারত সফর

দক্ষিণ আফ্রিকা পুরুষদের 'এ' দলও বেঙ্গালুরুতে দু'টি চার দিনের এবং তিনটি সীমিত ওভারের ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারত সফর করবে। দু'টি চার দিনের ম্যাচ (৩০ অক্টোবর ও ৬ নভেম্বর) বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সিলেন্সে ও তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ (১৩, ১৬, ১৯ নভেম্বর) এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

কনফারেন্স লিগ জিতে ইতিহাস গড়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাকিয়ে চেলসি

ইতিহাস গড়ার হাতছানিতে ম্যাচের আগে দলকে উজ্জীবিত করেছিলেন কোচ এন্টসো মারেস্কা। সেটি করতে পেরেছে তার দল। অনন্য এক অর্জন ধরা দিয়েছে চেলসির। তবে কনফারেন্স লিগ তো তাদের প্রত্যাশিত আঙিনা নয়। আগামী মরসুমে তাই চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই দাপুটে প্রত্যাবর্তনের আশায় তারা।

রকলো, ২৯ মেঃ কনফারেন্স লিগের ফাইনালে বুধবার রিয়াল বেতিসকে ৪-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় করে চেলসি। ইউরোপের শীর্ষ দুই ক্লাব আসর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগের শিরোপা তারা দুবার করে জিতেছে। এবার তৃতীয় ধাপের টুর্নামেন্টের ট্রফিও জিতল। তিনটি শিরোপাই জয় করা প্রথম ক্লাব চেলসিই। এছাড়াও ২৫ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কাপ উইনার্স কাপও জিতেছে তারা দুবার। এই চারটি আসর জয়ের একমাত্র নজিরও তাদের। স্কোরলাইন দেখে অবশ্য ম্যাচের পুরো চিত্র অনুমান করা কঠিন। নবম মিনিটে এগিয়ে যাওয়া রিয়াল বেতিস সেই ব্যবধান ধরে রাখে ৬৫ মিনিটের আগ পর্যন্ত। এরপর এন্সো ফার্নান্দেজের গোলে সমতায় ফেরে চেলসি। মিনিট পাঁচেক পর দলকে এগিয়ে নেন নিকোলাস জনসন। এরপর ৮৩তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান জেডন স্যানচো। যোগ করা সময়ে মোইসেস কাইসেদোর গোল আরও বাড়িয়ে দেয় চেলসির জয়ের আনন্দ। গোল না করেও অবশ্য চেলসির জয়ের নায়ক কোল পালমার। সৃষ্টিশীলতা ও আগ্রাসন মিলিয়ে অসাধারণ খেলেছেন তরুণ এই উইঙ্গার। বিশেষ করে, দ্বিতীয়ার্ধে বেতিসকে স্রেফ ছিন্নভিন্ন করেছেন তিনি। প্রথম দুটি গোলে করেছেন সহায়তা। দুর্দান্ত খেলে ২৩ বছর বয়সী ফুটবলারই হয়েছেন ফাইনালের ম্যাচ-সেরা। ফাইনালের

আগে কোচ মারেস্কা বলেছিলেন, তৃতীয় ধাপের এই টুর্নামেন্টের জন্য দলকে উজ্জীবিত করতে পারা ছিল ভীষণ কঠিন এবং এটা তিনি বুঝিয়েছেন যে, তাদের জন্য আপাতত এই আসরই বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্ট। ইউরোপের চারটি ট্রফির সবকটি জয়ের নজির গড়ার তাড়নার কথাও বলেছিলেন তিনি। জয়ের পর কোচ তাই ছিলেন দারুণ উচ্ছ্বসিত। ''আমি খুবই খুশি। প্রথমার্ধে কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম, কারণ আমাদের খেলার ধরন ছিল ভুল। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক ভালো খেলেছি।'' অনন্য নজির গড়ে সমর্থকদের আনন্দের উপলক্ষ উপহার দিতে পেরে দারুণ খুশি ডিফেন্ডার লেভি কলউইল। ''সম্ভাব্য সবকিছু জয় করা প্রথম ক্লাব হতে পারা দারুণ। দেখছেনই তো, সমর্থকেরা কীভাবে উদাপন করছে। এতেই ফুটে ওঠে, এটা তারা কতটা তীব্রভাবে চাইছিল। আমর জানতাম, ওরা (বেতিস) ভালো দল এবং আমাদের পরীক্ষা নেবে। বিশেষ করে, শুরুতে সমর্থকরা ওদের উজ্জীবিত করছিল। তবে জানতাম, এটা মিইয়ে আসবে। আমাদের স্রেফ ধৈর্য ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে হতো ও মুহূর্তগুলি লুফে নিতে হতো। সেটিই আমরা করেছি দ্বিতীয়ার্ধে।'' ট্রফি জয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যে আসল কথাটিও বলেছেন রিস জেমস। কনফারেন্স লিগ তো তাদের আসল জায়গা নয়! এবার প্রিমিয়ার লিগে চতুর্থ হয়ে আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত করেছে চেলসি। অধিনায়ক তাই তাকিয়ে আগামী মরসুমে ইউরোপের সেরা আসরের মঞ্চে। ''ট্রফি জয়ের অনুভূতি সবসময়ই দারুণ। ম্যাচে সময় গত গড়িয়েছে, আমরা ততই ভালো খেলেছি এবং সৌভাগ্যবশত দ্বিতীয়ার্ধে চারটি গোল করতে পেরেছি। এই প্রতিযোগিতায় যখন খেলছি, এটি আমাদের জিততেই হতো। পরের মরসুমে আমরা আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছুটব লক্ষ্য নিয়ে।''

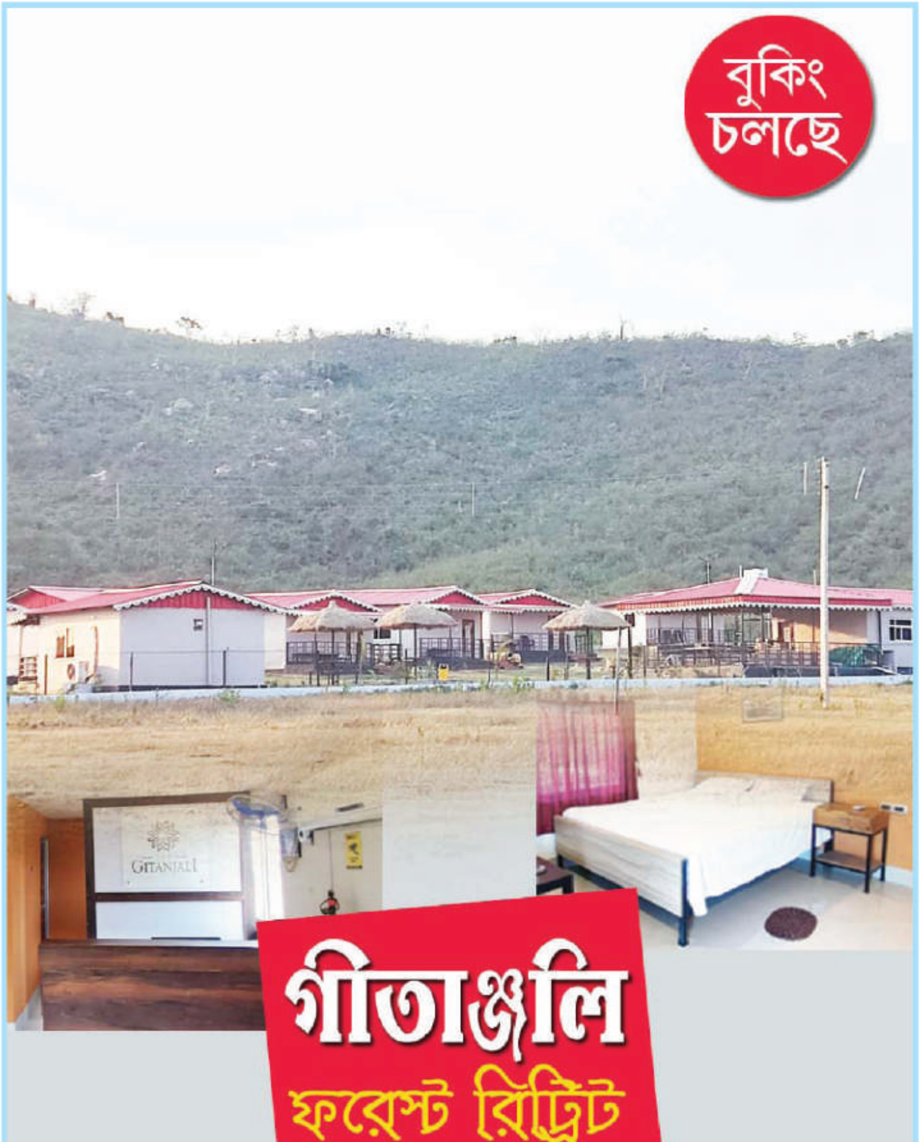

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com